সহজ হাদীস পাঠ সিরিজ: পবিত্রতা

প্রকাশক

মাহমুদুল হাসান

অনুবাদক ও সংকলক

ইমরান মাহমুদ

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর- ২০২০

যোগাযোগ:

০১৯৪০৭৬৩৩১৪

সূচিপত্র

পরিচ্ছেদ	**পৃষ্ঠা**
পরিচ্ছেদ: এক: পবিত্রতার গুরুত্ব	৫
পরিচ্ছেদ: দুই: অযুর বিধান	৭
পরিচ্ছেদ: তিন: অযুর ফজিলত	১১
পরিচ্ছেদ: চার: অযুর সময় যেসব অঙ্গ ধৌত করতে হয়	১৭
পরিচ্ছেদ: পাঁচ : অযু ভঙ্গের কতিপয় বিধান	২২
পরিচ্ছেদ: ছয়: মোজা ও পাগরীর উপর মাসেহ করার বিধান	৩০
পরিচ্ছেদ: সাত: মিসওয়াকের গুরুত্ব ও ফজিলত	৩৪
পরিচ্ছেদ: আট: গোসলের বিধান	৩৬
পরিচ্ছেদ: নয়: গোসলের সময় যেসব অঙ্গ ধৌত করতে হয়	৪৬
পরিচ্ছেদ: দশ: তায়াম্মুমের বিধান	৪৯
পরিচ্ছেদ: এগার: প্রস্রাব-পায়খানার বিধান	৫৫
পরিচ্ছেদ: বার: প্রস্রাব পায়খানা থেকে পবিত্র হওয়ার বিধান	৬২
পরিচ্ছেদ: তের: সহবাস, স্বপ্নদোষ ও বীর্যপাত	৬৭
পরিচ্ছেদ: চৌদ্দ: কাপড়ের অপবিত্রতা দূর করার বিধান	৭৩
পরিচ্ছেদ: পনের: পানি ও পানিজাতীয় পদার্থের পবিত্রতার বিধান	৭৪
পরিচ্ছেদ: ষোল: নাপাক ও অযুবিহীন অবস্থায় নামাজ ব্যতীত অন্যান্য কাজের বিধান	৭৬
পরিচ্ছেদ: সতের: পশুর চামড়া ব্যবহারের বিধান	৭৯
পরিচ্ছেদ: আঠার: কুকুর বিড়াল ও অন্যান্য প্রাণীর বিধান	৮০
পরিচ্ছেদ: উনিশ: নারীদের বিশেষ অবস্থা হায়েজের বিধান	৮১
পরিচ্ছেদ: বিশ: নারীদের বিশেষ অবস্থা ইস্তেহাজার বিধান	৯১
পরিশিষ্ট	৯৫

সংকলকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার যার অশেষ মেহেরবানিতে আমরা ওয়ান টু ওয়ান স্কুল এর প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক মসজিদ ভিত্তিক হাদীস পাঠ প্রোগ্রামের ধারাবাহিক হাদীস পাঠের নির্ধারিত দ্বিতীয় বই ***সহজ হাদীস পাঠ সিরিজ: পবিত্রতা*** প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। বিশ্বনাবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করছি; যার অমূল্য বাণী গোটা মানবজাতিকে যুগ যুগ ধরে সঠিক পথের দিশা দিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বনাবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর অমূল্য বাণীসমূহকে মানুষের নিকট আরো বেশি সহজবোধ্য ও সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে ওয়ান টু ওয়ান স্কুল এর প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক ধারাবাহিক হাদীস সংকলন ও উক্ত হাদীসসমূহকে মসজিদভিত্তিক সামষ্ঠিক পদ্ধতিতে পাঠ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত উদ্যোগের অধীনে হাদীসের মৌলিক ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ থেকে ধারাবাহিকভাবে ইসলামের বিধিবিধান সংবলিত হাদীসসমূহ সংকলন করা হচ্ছে। ***সহজ হাদীস পাঠ সিরিজ: ঈমান*** বইটি ছিল তারই প্রথম সিরিজ। আর ***সহজ হাদীস পাঠ সিরিজ: পবিত্রতা*** হলো উক্ত ধারাবাহিক হাদীস সংকলন বইয়ের দ্বিতীয় সিরিজ। প্রথম সিরিজের পদ্ধতি অনুসরণ করে বক্ষমাণ বইটিতে পবিত্রতা সম্পর্কিত যাবতীয় হাদীস পুনরাবৃত্তি (তাকরার) ব্যতীত হাদীসের প্রসিদ্ধগ্রন্থসমূহ থেকে সরাসরি সংকলন করা হয়েছে। সংকলকের কোন নিজস্ব মতামত যুক্ত করা হয়নি। তবে ইসলামের বিধানগুলোকে আরো স্পষ্ট করার নিমিত্তে কোন কোন হাদীসের শেষে সংশ্লিষ্ট হাদীস ও হাদীস থেকে উদ্ভূত বিধানের উপর বিশেষজ্ঞদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ মতামতকে ব্যাখ্যাস্বরূপ যুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি হাদীসমূহকে সহজে উপস্থাপন করার

জন্য পুরো বইটিকে বিশটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে এবং সর্বশেষ একটি পরিশিষ্ট যোগ করা হয়েছে। বিশ্বনাবীর বাণী সংবলিত বইয়ের শুরুতে সংকলক হিসেবে আরো বেশি কিছু বলার ধৃষ্টতা দেখানো অনুচিত। তবে একজন ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কথা শেষ করতে চাই; তিনি হলেন আমাদের ওয়ান টু ওয়ান স্কুলের শুভাকাঙ্ক্ষী এ.এইচ.খান রতন ভাই। তাঁর সার্বিক সহযোগিতার ফলে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে উক্ত কাজটি সহজ করে দিয়েছেন। সবশেষে মহান আল্লাহর কাছে সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি অতপর সকল মুসলিম ভাই-বোনদের নিকট দোয়া চেয়ে আমার কথা শেষ করছি।

ইমরান মাহমুদ

সংকলক

আরামবাগ, ঢাকা।

পরিচ্ছেদ: এক: পবিত্রতার গুরুত্ব

১। আবূ মালিক আশআরী (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, পবিত্রতা হল ঈমানের অঙ্গ। "আলহামদুলিল্লাহ"

শব্দটি পাল্লাকে ভরে দেয়। "সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ পাল্লাকে ভরে দেয়, কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান ভরে দেয়। নামাজ হল আলো, সাদাকা হল প্রমাণস্বরূপ, ধৈর্য হল জ্যোতি। কুরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে দলিল। প্রত্যেক মানুষ প্রতিদিন নিজেকে বিক্রি করে, তখন কেউ নিজেকে উদ্ধারকারী হয় আর কেউ হয় ধ্বংসকারী।**[মুসলিম]**

২। আবূ হুরাইরাহ (রা)থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমার জন্য পৃথিবীকে মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করা হয়েছে।**[ইবনে মাজাহ]**

ব্যাখ্যা: *মুহাম্মদ (স) এর উম্মতদের জন্য পৃথিবীর যে কোন জায়গাতেই নামাজ পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর পৃথিবীর মাটিকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম বানানো হয়েছে অর্থাৎ মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যে দুটি সুযোগ অন্যান্য নবীর উম্মতদের দেওয়া হয়নি।*

৩। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ নামাজের চাবি হল ত্বহারাত তথা পবিত্রতা, তাকবীরে তাহরীমা নামাজের বাহিরের সকল কাজকে হারাম করে আর সালাম তা হালাল করে। অর্থাৎ নামাজের প্রথম তাকবিরের মাধ্যমে নামাজি ব্যক্তির জন্য নামাজ ব্যতীত সকল কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায় আর সর্বশেষ সালামের মাধ্যমে আবার অন্যান্য কাজ বৈধ হয়ে যায়।**[তিরমিজি]**

৪। মুসআব ইবনু সা'দ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা)অসুস্থ ইবনু আমিরকে দেখতে গিয়েছিলেন। তখন ইবনু আমির তাকে বললেন, হে ইবনু উমর! আপনি কি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেন না?

ইবনু উমর (রা)বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, ত্বহারাত তথা পবিত্রতা ছাড়া নামাজ কবুল হয় না। খিয়ানতের সম্পদ থেকে সাদাকা কবুল হয় না। আর তুমিতো ছিলে বসরার শাসনকর্তা।**[মুসলিম]**

ব্যাখ্যা: *উক্ত হাদীসে বসরার শাসনকর্তা ইবনে আমিরকে সতর্ক করেছিলেন এই বলে যে, তুমি যেহেতু শাসক ছিলে তোমার দ্বারা খেয়ানতের সম্ভাবনা রয়েছে। আর তুমি যদি নিজেকে খেয়ানত থেকে বাঁচাতে না পার তাহলে তোমার কোনকিছুই আল্লাহর দরবারে কবুল হবেনা। এমনকি আমার দোয়াও তোমার মুক্তির জন্য কার্যকরী হবেনা।*

৫। আবূ নাআমা হতে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রা)তার পুত্র ইয়াযীদকে বলতে শুনেছেন যে, ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জান্নাতের ডান পাশের সাদা প্রাসাদ পার্থনা করি- যখন আমি সেখানে প্রবেশ করব। আবদুল্লাহ্ (রা)বলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি জান্নাত কামনা কর এবং দোজখ হতে মুক্তি প্রার্থনা কর। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ “অদূর ভবিষ্যতে এই উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় বের হবে, যারা পবিত্রতা অর্জন ও দু'আর মধ্যে বাড়াবাড়ি করবে।**[আবু দাউদ]**

পরিচ্ছেদ: দুই: অযুর বিধান

৬। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা দ্বীনের উপর স্থির থাকো, যদিও তোমরা

পুরোপুরি স্থির থাকতে সক্ষম হবেনা। জেনে রাখো! তোমাদের সর্বোত্তম আমাল হল নামাজ। কেবল মুমিন ব্যক্তিই যত্ন সহকারে উযু করে।**[ইবনে মাজাহ]**

৭। আবদুল্লাহ ইবনু উবায়দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা)এর নিকট বসে ছিলাম, তিনি বললেনঃ আল্লাহর শপথ, অন্য লোকদের বাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তথা রাসূলের বংশের লোকদেরকে বিশেষভাবে কোন বিষয়ে বলেননি, তবে তিনটি বিষয় ব্যতীত (১) তিনি আমাদের পরিপূর্ণভাবে অযু করার নির্দেশ দিয়েছেন; (২) আমাদেরকে সা'দকা খেতে নিষেধ করেছেন; (৩) নিষেধ করেছেন গাধাকে ঘোড়ার উপর পাল দিতে।**[নাসাঈ]**

ব্যাখ্যা: *যেহেতু আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) রাসূল (সা) এর চাচাত ভাই। আর রাসূলের বংশের লোকদের জন্য সাদাকার বস্তু গ্রহণ করা অবৈধ হওয়ায় তাই রাসূল (সা) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে সাদাকা খেতে নিষেধ করেছেন।*

৮। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু হিব্বান (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর ছেলে 'উবায়দুল্লাহ কে বললাম, আমাকে বলুন তো,'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা)কি প্রত্যেক সলাতের জন্য অযু করতেন? চাই অযু থাকুক কি না থাকুক। আর তিনি কার থেকে এ 'আমাল অর্জন করেছেন? 'উবায়দুল্লাহ (রহঃ) বললেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর নিকট আসমা বিনতু যায়দ ইবনুল খাত্ত্বাব (রা)এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু হানযালাহ আবূ 'আমির ইবনুল গসীল (রাঃ)এ হাদীস তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যেক নামাজে অযু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, চাই তাঁর অযু থাকুক কি না থাকুক। এই কাজ তাঁর ওপর কঠিন হয়ে পড়লে প্রত্যেক নামাজে মিসওয়াক করতে নির্দেশ দেয়া হলো, আর

প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুনভাবে অযু করাকে মাফ করা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত না অযু ভঙ্গ হয়। ‘উবায়দুল্লাহ বললেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রা)মনে করতেন যে, তার মধ্যে প্রত্যেক নামাজে অযু করার শক্তি রয়েছে। তাই তিনি মৃত্যু পর্যন্ত অযু থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় প্রত্যেক নামজের পূর্বে নতুন করে অযু করেছেন।**[আহমদ]**

৯। আল-ফাযল ইবনু মুবাশশির (রহঃ) বলেন, আমি জাবির ইবনু আবদুল্লাহকে একই অযুতে কয়েক ওয়াক্তের নামাজ আদায় করতে দেখেছি। আমি বললাম, একি ব্যাপার? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ করেছেন, আমিও তদ্রূপ করলাম।**[ইবনে মাজাহ]**

১০। আনাস (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাজের সময় অযু করতেন। বর্ণনাকারী আনাস (রা)কে জিজ্ঞাস করেন, আপনারাও প্রতি ওয়াক্তে অযু করতেন? তিনি বললেনঃ হাদস তথা অযু ভঙ্গের কারণ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পূর্বের অযুই যথেষ্ট হত।**[বুখারি]**

১১। মুহাম্মাদ রহ. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)কে অযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের জন্যই অযু করতেন এবং আমরা একই অযুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় করতাম।**[আবু দাউদ]**

ব্যাখ্যা: *অযু ভঙ্গ না হলে একই অযু দিয়ে একাধিক ওয়াক্তের নামাজ আদায় করা যায়। তবে প্রতি ওয়াক্তের নামাজের জন্য নতুন করে অযু করলেও কোন দোষ নেই বরং সাওয়াবের কাজ।*

১২। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনুল ‘আস (রা)হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় সা‘দ (রা)অযু করছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে সা‘দ! পানির এত অপচয় কেন? সা‘দ আবেদন করলেন,হে আল্লাহর রসূল! অযুর মধ্যেও কি অপচয় আছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,হ্যাঁ আছে। যদি তুমি প্রবাহমান নদীর কিনারায় বসেও অযু করে থাকো।**[আহমাদ]**

১৩। খালিদ থেকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলেন- যার পায়ের পাতার উপরের অংশে এক দিরহাম পরিমাণ স্থান ঝকঝকে শুকনা ছিল, যাতে অযুর সময় পানি পৌঁছেনি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনরায় অযু করে নামায পড়ার নির্দেশ দেন।**[আবু দাউদ]**

১৪। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসলের পর অযু করতেন না। (অর্থাৎ গোসলের মাধ্যমে অযু আদায় হয়ে যায়)**[তিরমিজি]**

১৫। আবূ হুরায়রা (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ ঐ ব্যক্তির নামায আদায় হয় না যে সঠিক ভাবে অযু করে না এবং ঐ ব্যক্তির অযু হয় না যে আল্লাহর নাম স্মরণ করে না (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলে না)।**[আবু দাউদ]**

ব্যাখ্যা: *এর মানে এই নয় যে, বিসমিল্লাহ না বলে অযু শুরু করলে অযু বিশুদ্ধ হবেনা বরং বিসমিল্লাহ না বললেও অযু আদায় হয়ে যাবে। হাদীসবিশেষজ্ঞদের মতে, উক্ত হাদীসে বিসমিল্লাহ তথা আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে অযু শুরু করার*

গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু যেকোন ভাল কাজই বিসমিল্লাহ তথা আল্লাহর স্মরণ দ্বারা শুরু না করলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

১৬। আবূ হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সূত্রে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তন্মধ্যে একটিতে তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারোর অযু ভেঙ্গে গেলে তার নামাজ কবুল হয় না অযু করার পূর্ব পর্যন্ত।**[মুসলিম]**

১৭। সুফিয়ান (রহঃ) ইবনু 'আব্বাস (রা)থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আমি এক রাতে আমার খালা মায়মূনা (রা)এর কাছে রাত কাটালাম। রাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে উঠলেন এবং রাতের কিছু অংশ চলে যাবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঝুলন্ত মশক থেকে উযু করলেন। রাবী 'আমর (রহঃ) বলেন, তখন তিনি যেভাবে অযু করেছেন আমিও সেভাবে অযু করলাম এবং এসে তাঁর বাঁয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ঘুরিয়ে তাঁর ডান দিকে দাঁড় করালেন। এরপর আল্লাহর যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ তিনি নামাজ আদায় করলেন। এরপর কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, এমনকি তাঁর নাক ডাকতে থাকল। এরপর মুয়াযযিন এসে তাঁকে নামাজের কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গে নামাজ এর জন্য রওয়ানা হলেন এবং নামাজ আদায় করলেন, কিন্তু অযু করলেন না। আমরা 'আমরকে বললামঃ লোকে বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চোখ ঘুমায় কিন্তু তাঁর অন্তর ঘুমায় না। তখন 'আমর (রহঃ) বলেন, হ্যাঁ, লোকদের কথা সত্য। কারণ, 'আমি উবায়দ ইবনু 'উমায়র (রহঃ)–কে বলতে শুনেছি, নাবীগনের স্বপ্ন হচ্ছে ওহী।**[বুখারি]**

ব্যাখ্যা: *রাসূল সা. এর ঘুম তাঁর অজু ভঙ্গের কারণ ছিলনা। ইহা রাসূল সা. এর বিশেষ বৈশিষ্ট ও মু'জেযা।*

পরিচ্ছেদ: তিন: অযুর ফজিলত

১৮। হুমরান (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি 'উসমান ইবনু আফফান (রাঃ)-কে দেখেছেন যে, তিনি পানির পাত্র আনিয়ে উভয় হাতের তালুতে তিনবার ঢেলে তা ধুয়ে নিলেন। এরপর ডান হাত পাত্রের মধ্যে ঢুকালেন। তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে নাক পরিস্কার করলেন। তারপর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধুয়ে এবং দু'হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিলেন। এরপর মাথা মাসেহ করলেন। তারপর উভয় পা গিরা পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিলেন। পরে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার মত এ রকম অযু করবে, তারপর দু রাক'আত নামাজ আদায় করবে, যাতে দুনিয়ার কোন খেয়াল করবে না, তার পেছনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।**[বুখারি]**

১৯। উসমান ইবনু আফফান (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি নামাজের জন্য অযু করে এবং পরিপূর্ণভাবে অযু করে, অতঃপর ফরয নামাজের উদ্দেশ্যে হেঁটে গিয়ে, জামাআতের সঙ্গে নামাজ আদায় করে; আল্লাহ সেই ব্যক্তির গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দিবেন।**[মুসলিম]**

২০। হুমরান মাওলা উসমান (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনু আফফান (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি মসজিদের চত্বরে ছিলেন এমন সময়ে আসরের নামাজের জন্য মুয়াজ্জীন আসলেন। উসমান (রা)অযুর পানি আনতে নির্দেশ দিলেন, অতঃপর অযু করলেন। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস শোনাব যদি আল্লাহর কিতাবে একটি আয়াত না থাকত তাহলে কখনোই আমি তোমাদেরকে এই হাদীস শোনাতাম না। উরওয়া (রহঃ) বলেন, আয়াতটি হলঃ "আমি কিতাবে যে সকল স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ

অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য, তা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়ার পরেও যারা তা গোপন রাখে, আল্লাহ তাদেরকে লানত দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়"। (সূরা বাকারাঃ ১৫৯) অতপর উসমান (রা) বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, যেই মুসলিম ব্যক্তি অযু করবে এবং অযুকে সুন্দরভাবে আদায় করবে, অতঃপর নামাজ আদায় করবে সেই ব্যক্তির এই নামাজ ও তার পূর্ববর্তী নামাজ এর মধ্যবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।**[মুসলিম]**

২১। আমর ইবনু সাঈদ ইবনুল আতা (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময়ে তিনি পানি আনার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, কোন মুসলিম ব্যক্তির যখন কোন ফরয নামাজের ওয়াক্ত হয় আর সে নামাজের অযুকে উত্তমরূপে আদায় করে, নামাজে বিনয়ী হয় ও রুকু-সিজদাকে উত্তমরূপে আদায় করে, তাহলে তার এই নামাজ তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে; যতক্ষণ না সে কোন কবীরা গোনাহে লিপ্ত হবে। তিনি বলেন, আর এই পুরস্কার সবসময়ের জন্যই।**[মুসলিম]**

২২। আবু সাঈদ খুদরী (রা)হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'আর যে ব্যক্তি ওযুর পর নিম্নের যিকর তথা দোয়াটি বলে, তার জন্য দোয়াটিকে একটি সাদা পাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর তা সীল করে দেওয়া হয়, যা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত নষ্ট করা হয় না।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

"সুবহানাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আংতা, আস্তাগফিরুকা অ আতূবু ইলাইক্।"

অর্থাৎ, তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই একমাত্র সত্য উপাস্য। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন (তওবা) করছি।**[হাকেম ও তারগিব]**

২৩। আবদুল্লাহ সুনাবিহী (রা)হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ মুমিন বান্দা যখন ওযু করে এবং কুলি করে, তাহার মুখ হইতে পাপসমূহ বাহির হইয়া যায়। সে যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে তাহার মুখমণ্ডল হইতে তখন পাপসমূহ বাহির হইয়া যায়। এমনকি চক্ষুদ্বয়ের পালকের নিচ হইতেও গুনাহ বাহির হইয়া যায়। তারপর যখন সে তাহার উভয় হাত ধোয় তখন পাপসমূহ হস্তদ্বয় হইতে বাহির হইয়া যায়;এমনকি তাহার উভয় হাতের নখসমূহের নিচ হইতেও গুনাহ বাহির হইয়া যায়। অতঃপর যখন সে তাহার মাথা মাসেহ করে তাহার পাপসমূহ তখন তাহার মাথা হইতে বাহির হইয়া যায়; এমনকি তাহার উভয় কান হইতেও বাহির হইয়া যায়। যখন সে তাহার উভয় পা ধোয় তখন পাপসমূহ তাহার উভয় পা হইতে বাহির হইয়া যায়; এমনকি তাহার উভয় পায়ের সকল নখের নিচ হইতেও গুনাহ বাহির হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ অতঃপর সেই ব্যক্তির মসজিদে গমন এবং নামায পড়া তার জন্য বাড়তি সাওয়াব হয়।**[মুয়াত্তা মালিক]**

২৪। আবূ হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মুসলমান কিংবা কোন মুমিন বান্দা যখন অযু করে তখন মুখ ধোয়ার সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, যার দিকে তার দুচোখের দৃষ্টি পড়েছিল; এবং যখন দুইহাত ধোয়, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গোনাহ বের হয়ে যায়, যেগুলো তার দু হাত ধরেছিল; এবং যখন দুই পা ধোয় তখন পানির সাথে অথবা

পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায় যেগুলোর দিকে তার দু'পা অগ্রসর হয়েছিল; ফলে অযুর শেষে লোকটি "তার সমুদয় গুনাহ থেকে সম্পূর্ণভাবে পরিস্কার হয়ে উঠে।**[মুসলিম]**

২৫। আবূ হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে কেবল নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে রওয়ানা হলে তার মসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার একধাপ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি গুনাহ মাফ করেন।**[ইবনে মাজাহ]**

২৬। উসমান ইবনু আফফান (রা)এর মুক্তদাস হুমরান (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনু আফফান (রা)কে এক স্থানে বসা দেখলাম। তিনি অযুর পানি নিয়ে ডাকলেন এবং অযু করলেন, অতঃপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আমার এ স্থানে বসে আমার ন্যায় অযু করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি আমার অযুর ন্যায় অযু করবে, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেনঃ কিন্তু তোমরা তাতে আত্মতুষ্টির ধোঁকায় পড়ো না। (অর্থাৎ মনের সন্দেহ দূর করার জন্য অযুর অঙ্গগুলো বারবার ধুইতে নিষেধ করা হয়েছে) **[ইবনে মাজাহ]**

২৭। উকবা ইবনু আমির (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের উট চরানোর দায়িত্ব নিজেদের উপর ছিল। আমার পালা এলে আমি উট চরিয়ে বিকেলে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পেলাম, তিনি দাঁড়িয়ে লোকদের সঙ্গে কথা বলছেন। তখন আমি তাঁর এ কথা শুনতে পেলাম,"যে মুসলমান সুন্দররূপে অযু করে তারপর দাঁড়িয়ে দেহ ও মনকে পুরোপুরি তার

প্রতি নিবদ্ধ রেখে দুই রাকআত নামাজ আদায় করে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।" (আবু দাউদের বর্ণনায় আছে- তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়)

উকবা বলেন, কথাটি শুনে আমি বলে উঠলাম ওহ, কথাটি কত উত্তম! তখন আমার সামনের একজন বলতে লাগলেন, আগের কথাটি ছিল আরো উত্তম। আমি সে দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি উমর (রাঃ)। তিনি আমাকে বললেন তোমাকে দেখেছি, এইমাত্র এসেছা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগে বলেছেন, তোমাদের যে ব্যক্তি পূর্ণরূপে অযু করে এই দু'আ পাঠ করবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল" অর্থাৎ কালিমা শাহাদাত পাঠ করবে- তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতের প্রবেশ করতে পারবে।**[মুসলিম]**

২৮। নু'আয়ম ইবনু আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি একবার আবূ হুরায়রা (রা)কে অযু করতে দেখলেন। অতঃপর আবূ হুরায়রা তাঁর মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত ধুইলেন। এমনকি ধুইতে ধুইতে উভয় কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে যাবার উপক্রম হল। তারপর উভয় পা ধুইলেন এবং গোছা ধুয়ে নিলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মাত কিয়ামতের দিন অযুর বদৌলতে মুখমণ্ডল শুভ্র এবং হাত-পা উজ্জ্বল অবস্থায় আসবে। তাই তোমাদের মধ্যে যে তার মুখমণ্ডলের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে চায় সে যেন তা করে।**[মুসলিম]**

২৯। আবূ হাযিম (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবূ হুরায়রা (রা)এর পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম তিনি নামাজের জন্য অযু করছিলেন। অতঃপর তিনি হাত ধোয়ার সময় ধুইতে ধুইতে বগল পর্যন্ত ধুইলেন। তখন আমি তাঁকে

বললাম, হে আবূ হুরায়রা! এটা কেমন অযু! তিনি বললেন, হে ফারুকের বংশধর! তোমরা এখানে আছ নাকি? আমি যদি জানতাম যে তোমরা এখানে আছ, তাহলে আমি এরকম অযু করতাম না। এ জন্য এরকম করেছি যে, আমি আমার দোস্ত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, মু'মিনের অযুর পানি যে পর্যন্ত পৌঁছবে,কিয়ামতের দিন তার অলঙ্কার তথা শুভ্রতাও সে পর্যন্ত পৌঁছবে।**[মুসলিম]**

৩০। আবূ হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মাত হাউযের পাড়ে আমার কাছে আসবে আর আমি তখন অন্যান্য উম্মাতের লোকজনকে সে হাউয থেকে ফিরিয়ে দিতে থাকব যেমনিভাবে লোকে অন্যের উটকে নিজের উট থেকে ফিরিয়ে রাখে। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া নাবীয়াল্লাহ! আপনি কি আমাদেরকে চিনতে পারবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের এমন এক চিহ্ন থাকবে যা তোমাদের ছাড়া অন্য কারো থাকবে না। আর তা হল তোমরা আমার কাছে আসবে মুখমণ্ডল শুভ্র এবং হাত-পা দীপ্তিমান অবস্থায়। এটা হবে অযুর কারণে। আর তোমাদের মধ্য থেকেই একটি দলকে আমার কাছে আসতে বাধা দেয়া হবে তাই তারা আমার কাছে আসতে পারবে না। তখন আমি বলব, প্রভু! এরা তো আমার লোকজন! তখন এর জবাবে একজন ফেরেশতা আমাকে বলবে, আপনি কি জানেন, এরা আপনার পরে কী অঘটন ঘটিয়েছিল? (অর্থাৎ আপনার অনুপস্থিতিতে তারা আল্লাহর দ্বীনকে পরিবর্তন করেছিল)**[মুসলিম]**

৩১। আবূ হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কবরস্থানে এসে বললেন, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটা মুমিনদের বাড়ি। ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে এসে মিলিত হব। আমাদের ভাইদেরকে দেখা করার জন্য আমার বড় ইচ্ছা হয়। সাহাবায়ে কিরাম

আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন, তোমরা তো আমার সাহাবী। আর যারা এখনো পৃথিবীতে আসেনি তারা আমাদের ভাই। সাহাবায় কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার উম্মাতের মধ্যে যারা এখনো পৃথিবীতে আসেনি তাদেরকে আপনি কিভাবে চিনবেন?

তিনি বললেন, "কেন, কোন ব্যক্তির কপাল ও হাত-পা সাদাযুক্ত ঘোড়া যদি ঘোর কালো ঘোড়ার পালের মধ্যে মিশে যায় তবে সে কি তার ঘোড়াকে চিনে নিতে পারে না? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি বললেন, আমার উম্মাত সেদিন এমন অবস্থায় আসবে যে, অযুর ফলে তাদের মুখমণ্ডল হবে নূরানী এবং হাত-পা হবে দীপ্তীময়। আর হাউযের পাড়ে আমি হব তাদের অগ্রনায়ক। জেনে রাখ, কিছু সংখ্যক লোককে সেদিন আমার হাউয থেকে হটিয়ে দেয়া হবে; যেমনিভাবে পথহারা উটকে হটিয়ে দেয়া হয়। আমি তাদেরকে ডাকব, এসো এসো। তখন বলা হবে, "এরা আপনার পরে আল্লাহর দ্বীনকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। তখন আমি বলবঃ "দূর হ, দূর হ।"**[মুসলিম]**

৩২। আবূ হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলব না? যদ্বারা আল্লাহ তায়ালা পাপরাশি দূর করে দিবেন এবং মর্যাদা উচু করে দিবেন? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি বললেন, তা হল, অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে অযু করা, মসজিদে আসার জন্য বেশি পদচারণা এবং এক নামাজ এর পর অন্য নামাজের জন্য অপেক্ষা করা। জেনে রাখ, এটাই হল রিবাত তথা নিজকে সংযত রাখা ও শয়তানের মুকাবিলায় নিজকে প্রস্তুত রাখা।**[মুসলিম]**

পরিচ্ছেদ: চার: অযুর সময় যেসব অঙ্গ ধৌত করতে হয়

৩৩। ইয়াহইয়া আল-মাযিনী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলঃ আপনি কি আমাদেরকে দেখাতে পারেন, কিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করতেন? 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (রা)বলেনঃ হ্যাঁ। তারপর তিনি পানি আনালেন। হাতের উপর সে পানি ঢেলে দু'বার তাঁর হাত ধুইলেন। তারপর কুলি করলেন এবং তিনবার নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে পরিস্কার করলেন। এরপর চেহারা তিনবার ধুইলেন। তারপর দু' হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার করে ধুইলেন। তারপর দু' হাত দিয়ে মাথা মাসেহ করলেন। অর্থাৎ হাত দু'টি সামনে ও পিছনে নিলেন। মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে শুরু করে উভয় হাত গর্দান পর্যন্ত নিলেন। তারপর আবার যেখান থেকে নিয়েছিলেন,সেখানেই ফিরিয়ে আনলেন। তারপর দু'পা ধুইলেন।**[বুখারি]**

৩৪। মিকদাদ ইবনু মাদীকারাব আল-কিন্দী (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে অযুর পানি পেশ করা হলে তিনি অযু করেন। অতঃপর তিনি উভয় হাতের কবজি পর্যন্ত তিনবার এবং মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন। পরে তিনি দুই হাতের কনুই সমেত তিনবার করে ধৌত করেন। অতঃপর তিনি তিনবার কুলি করেন এবং তিনবার নাকে পানি দেন। পরে তিনি তাঁর মাথা এবং উভয় কানের ভিতর ও বাহির মাসেহ করেন। **[আবু দাউদ]**

৩৫। ইবনু 'আব্বাস (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযুর অঙ্গসমূহ একবার করে ধুয়েছেন।**[বুখারি]**

৩৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযুর অঙ্গসমূহ দু'বার করে ধুয়েছেন।**[বুখারি]**

৩৭। ছাবিত ইবন সাফিয়্যা (রা)থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি আবূ জা'ফারকে বললাম, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার করে ধুয়ে, দুইবার করে ধুয়ে এবং তিনবার করে ধুয়েও অযু করেছেন বলে জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু কি আপনাকে হাদিস শুনিয়েছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ।**[তিরমিজি]**

৩৮। আবদুল্লাহ ইবনু যায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক কোষ/আজলা পানি দিয়ে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুলি করতে ও নাকে পানি দিতে দেখেছি। তিনি এভাবে তিনবার করেছেন।**[তিরমিজি]**

৩৯। আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে তাকে উযু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অযুর অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করে দেখালেন। আর বললেন- এরূপেই করতে হয়। যে ব্যক্তি এর উপর বাড়ালো সে অন্যায় করল, সীমালঙ্ঘন ও যুলুম করল।**[নাসাঈ]**

৪০। ইবনু 'আব্বাস (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মাথা ও দুই কান মাসাহ করেছেন। কানের ভিতরের অংশ নিজের দুই শাহাদাত আঙ্গুল ও উপরের অংশ বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে মাসাহ করেছেন।**[নাসায়ী]**

৪১। লাক্বীত্ব ইবনু সাবরাহ (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অযু সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেনঃ তুমি পরিপূর্ণরূপে অযু করো এবং নাকের ভেতর উত্তমরূপে পানি পৌঁছাও। কিন্তু তুমি রোজাদার হলে তা করবে না। অর্থাৎ রোজা অবস্থায় নাকে হালকা পানি দিলেই যথেষ্ট। **[ইবনে মাজাহ]**

৪২। ইবনু আব্বাস (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক আজলা পানি দিয়ে অযুর এক একটি অঙ্গ ধৌত করতে দেখেছি।**[ইবনে মাজাহ]**

৪৩। আনাস ইবনু মালিক (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অযু করতেন, তখন তাঁর দাড়ি খিলাল করতেন এবং তাঁর আঙ্গুলের ফাঁকসমূহও দুবার খিলাল করতেন।**[ইবনে মাজাহ]**

৪৪। আনাস ইবনু মালিক (রা)হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অযু করতেন, তখন তিনি এক কোশ/আজলা পানি হাতে নিয়ে থুতনির নীচে দিয়ে তা দ্বারা দাড়ি খিলাল করতেন। তিনি আরো বলেন, আমার প্রতিপালক আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।**[আবু দাউদ]**

৪৫। মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অযু করতে দেখেছি। তিনি তাঁর হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে তাঁর পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করেন।**[ইবনে মাজাহ]**

৪৬। রুবাই (রা)হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতের অতিরিক্ত পানি দ্বারা মাথা মাসেহ করেন।**[আবু দাউদ]**

৪৭। আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অযু করতে দেখেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতে লেগে থাকা পানি ছাড়াও নতুন করে পানি নিয়ে সে সময় তাঁর মাথা মাসেহ করলেন।**[তিরমিজি]**

ব্যাখ্যা: *মাথা মাসেহ করার সময় হাতে লেগে থাকা পানি দিয়েও মাসেহ করা যাবে অথবা নতুন করে পানি নিয়েও মাসেহ করা যাবে। দুটাই সুন্নাত।*

৪৮। হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এগুলি আবূ হুরায়রা (রা)আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেন। তারমধ্যে এও ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন অযু করবে তখন দুই নাকের ছিদ্রে পানি টেনে নিবে, এরপর ঝেড়ে ফেলবে।**[মুসলিম]**

৪৯। আবূ হুরায়রা (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন অযু করে তখন সে যেন নাকে পানি দেয়, এরপর যেন নাক ঝেড়ে নেয়। আর যে ইসতিনজা করে সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করে। আর তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগে তখন সে যেন অযুর পানিতে হাত ঢুকানোর আগে তা ধুয়ে নেয়; কারণ তোমাদের কেউ জাননা যে, ঘুমন্ত অবস্থায় তার হাত কোথায় থাকে।**[বুখারি]**

৫০। আবূ হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে অযু করে, সে যেন তিনবার নাক ঝেড়ে নেয়। কেননা শয়তান নাকের মস্তক সংলগ্ন ছিদ্রের উপরিভাগে রাত্রি যাপন করে।**[নাসাঈ]**

৫৩। আলী (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি পানি আনতে বললেন, পরে তিনি কুলি করেন এবং নাকে পানি দেন। বামহাতে নাক ঝাড়েন। তিনবার এরূপ করেন। পরে বলেনঃ এই হল নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উযু অর্থাৎ রাসূল (সা) অযু করার সময় এভাবে কুলি করতেন ও নাক ঝাড়তেন। আবদ খায়র বর্ণিত রিওয়ায়াতে আছে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অযু শেষে অবশিষ্ট পানি হাতে নিয়ে তা পান করতেন।**[নাসাঈ]**

৫৪। হাকাম ইবনু সুফিয়ান (রা)থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি অযু করলেন এবং লজ্জাস্থানের প্রতি পানি ছিটালেন।**[নাসাঈ]**

ব্যাখ্যা: *রাসূল (সা) প্রস্রাবের সন্দেহ দূর করার জন্য লজ্জাস্থানের প্রতি পানি ছিটিয়ে দিতেন।*

৫৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা)থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে আমাদের পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন, এরপর তিনি আমাদের কাছে পৌঁছে গেলেন। তখন আমরা আসরের নামাজ শুরু করতে দেরী করে ফেলেছিলাম। তাই আমরা অযু করছিলাম এবং তাড়াতাড়ির কারণে মাসেহ করার মত আমাদের পা হালকা ভাবে ধুয়ে নিচ্ছিলাম। তখন তিনি উচ্চস্বরে বললেনঃ 'পায়ের গোড়ালি ভালভাবে না ধোয়ার জন্য জাহান্নামের আযাব রয়েছে'। দুবার অথবা তিনবার তিনি একথা বললেন। অর্থাৎ তিনি ভালভাবে গোড়ালি ধোয়ার নির্দেশ দিলেন।**[বুখারি]**

৫৬। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি অযু করতে তার পায়ের উপর নখ পরিমাণ অংশ ছেড়ে দেয়। তা দেখে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যাও, আবার ভালভাবে অযু করে আস। লোকটি ফিরে গেল। তারপর পুনরায় অযু করে নামাজ আদায় করল।**[মুসলিম]**

পরিচ্ছেদ: পাঁচ : অযু ভঙ্গের কতিপয় বিধান

৫৭। আবূ হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা যে সময়টা মসজিদে থেকে নামাজ এর অপেক্ষায় থাকে, তার পুরো সময়টাই নামাজ এর মধ্যে গণ্য হয় (অন্যবর্ণনায় আছে- আর

ফিরিশতারা তার জন্য এই বলে দু'আ করতে থাকে যে, ইয়া আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, ইয়া আল্লাহ! তুমি তার উপর রহমত বর্ষন কর) যতক্ষণ না সে হাদস করে। এক অনারব ব্যক্তি বলল, হে আবূ হুরায়রা 'হাদস কি? তিনি বললেন, শব্দ করে বায়ু বের হওয়া।**[বুখারি]**

৫৮। আবূ হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তির হাদস হয় তাঁর নামাজ কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে অযু করে। হাযরা-মাওত এলাকার এক ব্যক্তি বলেন, হে আবূ হুরায়রা! হাদস কী? তিনি বলেন, পায়ুপথে নিঃশব্দে বা সশব্দে বায়ু বের হওয়া।**[বুখারি]**

৫৯। আব্বাদ ইবনু তামীম (রহঃ) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হল যে, তার মনে হয়েছিল যেন নামাজ এর মধ্যে কিছু হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেনঃ সে যেন নামাজ বাদ না দেয়, যতক্ষণ না শব্দ শোনে বা গন্ধ পায়।**[বুখারি]**

ব্যাখ্যা: *শয়তান নামাজের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টির জন্য নামাজী ব্যক্তির মনে এই ধরণের ভাবনা তৈরি করে। নামাজী ব্যক্তি সন্দেহ করে, মনে হয় তার অযু ভেঙ্গে গেছে। এই অবস্থায় নামাজী ব্যক্তি যতক্ষণনা পাদের গন্ধ বা আওয়াজ স্পষ্টভাবে না শুনবে ততক্ষণ নামাজ ছাড়বেনা।*

৬০। আলী ইবনু আবূ তালিব (রা)হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ চক্ষু হল পশ্চাদ্বারের সংরক্ষণকারী। অতএব যে ব্যক্তি চোখ বন্ধ করে নিদ্রা যায় সে যেন অযু করে।**[আবু দাউদ]**

৬১। আনাস ইবনু মালিক (রা)থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন। একবার নামাজ শুরু হচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির সাথে

একান্তে আলাপ করছিলেন। তিনি এভাবে এতক্ষণ পর্যন্ত আলাপ করতে থাকলেন যে, তাঁর সাহাবীগণ বসে বসে ঘুমাতে থাকলেন। এরপর রাসূল (সা) কথা শেষ করে তাদের সহ নামাজ আদায় করলেন (কিন্তু সাহাবিরা নতুন করে অযু করলেননা)।**[মুসলিম]**

৬২। আনাস (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ এশার নামায আদায়ের জন্য এত সময় অপেক্ষা করতেন যে, তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে তাদের ঘাড়সমূহ নীচের দিকে ঝুলে পড়ত। এমতবস্থায়ও তাঁরা পুনরায় অযু না করে নামায পড়তেন।**[আবু দাউদ]**

ব্যাখ্যা: *বসে বসে ঘুমালে অযু ভঙ্গ হয়না।*

৬৩। উমর ইবন খাত্তাব (রা)বলেনঃ তোমাদের কেউ কোন বস্তুর সাথে ঠেস দিয়া ঘুমাইলে ওযু করবে।**[মুয়াত্তা মালিক]**

৬৪। আবূ হুরায়রা (রা)সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ রান্না করা খাবার গ্রহণ করলে অযু করতে হবে।**[আবু দাউদ]**

৬৫। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন আগুনে রান্না করা খাবার গ্রহণ করলে অযু করতে হবে। যদিও তা পনিরের টুকরো হয়। রাবী বলেন ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এই কথা শুনে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বললেন তাহলে কি তেল ব্যবহার করে বা গরম পানি ব্যবহার করেও আমাদের অযু করতে হবে? আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে ভাতিজা! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত কোন হাদিস শুনলে এর উপর পাল্টা উদাহরণ দিতে যেও না।**[তিরমিজি]**

৬৬। ইবনু শিহাব বলেন, উমর ইবনু আবদুল আযীয (রহঃ) তাঁকে বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনু ইবরাহীম ইবনু কারিয (রহঃ) তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)কে মসজিদে অযু করা অবস্থায় পেলেন। এরপর আবূ হুরায়রা (রা)বললেন, আমি পনিরের টুকরো খাওয়ার কারণে অযু করছি। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা আগুন স্পর্শ খাবার খেয়ে অযু কর। [তবে এটি ছিল ইসলামের প্রথম যুগের বিধান। পরবর্তীতে এই বিধান রহিত হয়ে যায়। অর্থাৎ কোন ধরণের খাবারই অযুকে নষ্ট করেনা।**[মুসলিম]**

৬৭। আবূ সালামা (রহঃ) হতে বর্ণিত। আবূ সুফিয়ান ইবনু সাঈদ ইবনু মুগীরা তাঁর নিকট বর্ণনা করেন যে,মুগীরা উম্মে হাবীবা (রা)এর ঘরে যান। তখন তিনি তাকে এক পেয়ালা ছাতু পান করান। অতঃপর মুগীরা পানি চেয়ে কুলি করেন। তখন উম্মে হাবীবা (রা)বলেন, হে আমার বোনের পুত্র! কি ব্যাপার- তুমি তো অযু করলে না? অথচ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আগুনে রান্না করা খাদ্য খাওয়ার পর তোমরা অযু করবে। তবে পরবর্তীতে এই বিধানকে বাতিল করে দেওয়া হয়।**[আবু দাউদ]**

৬৮। ইবনু আব্বাস (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর সিনার গোশত খাইলেন। অতঃপর তাঁর বসার স্থানের নিচের রুমাল দ্বারা নিজের হাত মুছে নেন। অতঃপর পূর্বের অযু দিয়েই তিনি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন তথা নতুন করে অযু করেননি।**[আবু দাউদ]**

৬৯। মুহাম্মদ ইবনু মুনকাদির (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা)কে বলতে শুনেছি যে, যে সকল বস্তুকে আগুনে স্পর্শ করেছে তা আহার করার পরে অযু করা ও না করার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ছিল অযু না করা।**[নাসাঈ]**

৭০। ইবনু নু'মান (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ খায়বার যুদ্ধের বছর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে রওয়ানা হলেন। চলতে চলতে তাঁরা যখন সাহবা নামক স্থানে পৌঁছলেন; এই স্থানটি খায়বরের নিবটবর্তী অঞ্চল, তখন তিনি আসরের নামাজ আদায় করলেন। তারপর খাবার আনতে বললেনঃ কিন্তু ছাতু ছাড়া আর কিছুই আনা হল না। তারপর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী ছাতু (গরম) পানিতে মেশানো হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খেলেন এবং আমরাও খেলাম। তারপর তিনি মাগরিবের জন্য দাঁড়িয়ে কুলি করলেন এবং আমরাও কুলি করলাম। পরে তিনি নামাজ আদায় করলেন কিন্তু অযু করলেন না। (অর্থাৎ খাবার গ্রহণ করলে অযু ভঙ্গ হয়না)**[বুখারি]**

৭১। জাবির ইবনু সামুরা (রা)থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, আমি কি ছাগলের গোশত খেয়ে অযু করব? তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা অযু করতেও পার আবার নাও করতে পার। সে বলল, আমি কি উটের গোশত খেয়ে অযু করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, উটের গোশত খেয়ে তুমি অযু করবে। সে বলল, আমি কি বকরির ঘরে নামাজ আদায় করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, আমি কি উটের ঘরে নামাজ আদায় করতে পারি? তিনি বললেন, না। (আবু দাউদের বর্ণনায় আছে- উট বাঁধার স্থান হচ্ছে শয়তানের আড্ডার স্থান আর বকরি বাধার স্থান হলো

বরকতময় স্থান) [উক্ত হাদীসের আলোকে অনেক ফকিহ মনে করেন, উটের গোস্ত খাইলে অযু নষ্ট হয়ে যায়] **[মুসলিম]**

৭২। ইয়াহইয়াহ ইবন সাঈদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। সাঈদ ইবন মুসায়াব (রহঃ)-কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছেন। সে বলিলঃ আমি নামায পড়িতেছি এই অবস্থায় লজ্জাস্থানে ভিজা অনুভব করি। তবে আমি কি নামায ছাড়িয়া পুনরায় অযু করে আসব? সাঈদ বলিলেনঃ আমার রানের উপর দিয়া ভাসিয়া গেলেও আমি আমার নামায সমাপ্ত না করিয়া ফিরিব না।**[মুয়াত্তা মালিক]**

ব্যাখ্যা: *মযী তথা লজ্জাস্থান থেকে পিচ্ছিল বা সাধারণ তরল পদার্থ নির্গত হওয়া যার রোগে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ প্রায় সময় নির্গত হয় সেইরূপ ব্যক্তি নামাযের সময় ওযু করার পর মযী নির্গত হইলে তার ওযু নষ্ট হবে না, সে নামায সমাপ্ত করবে। আর যার জন্য ইহা রোগে পরিণত হয় নাই তার যখন মযী নির্গত হবে তখন ওযু নষ্ট হয়ে যাবে। তাকে নতুন করে অযু করে নামাজ আদায় করতে হবে।*

৭৩। সালত ইবন যুয়ায়দ (রহঃ) বলেনঃ আমি সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রহঃ)-কে অযু করার পর লজ্জাস্থানে ভিজা সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম; যা আমি অনুভব করি অর্থাৎ মনে সন্দেহ জাগে হয়তো লজ্জাস্থান থেকে কিছু বের হয়েছে। তিনি বলিলেনঃ তোমার কাপড়ের নিচে লজ্জাস্থানের দিকে পানি ছিটাইয়া দাও। তারপর উহার চিন্তা ছেড়ে দাও।**[মুয়াত্তা মালিক]**

৭৪। মুসআব ইবন সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রহঃ) বলেনঃ আমি সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর জন্য কুরআন হাতে নিয়ে বসেছিলাম; যেন তিনি তিলাওয়াত করতে পারেন, আমি নিজের শরীরের নিম্নভাগ চুলকাইলাম। সা'দ বলিলেনঃ সম্ভবত তুমি তোমার লজ্জাস্থান স্পর্শ করে ফেলেছ। আমি বললামঃ

হ্যাঁ। তিনি বলিলেনঃ তুমি ওঠ এবং ওযু কর; অতঃপর আমি উঠলাম এবং ওযু করিয়া আবার প্রত্যাবর্তন করিলাম।**[মুয়াত্তা মালিক]**

ব্যাখ্যা: *উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, অযুবিহীন কোরআন স্পর্শ করা বৈধ নয়।*

৭৫। সালিম ইবন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলিয়াছেনঃ আমি আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)-কে দেখিয়াছি, তিনি গোসল করিতেন, তারপর ওযু করিতেন। আমি বলিলামঃ আব্বাজান, গোসল দ্বারা ওযুর কাজ হয়ে যায় না? তিনি বলিলেনঃ হ্যাঁ, যথেষ্ট হয়। কিন্তু আমি মাঝে মাঝে লজ্জাস্থান স্পর্শ করে ফেলি। তাই আমি নতুন করে ওযু করি।**[মুয়াত্তা মালিক]**

৭৬। সালিম ইবন আবদুল্লাহ্ (রহঃ) বলেনঃ আমি এক সফরে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমি তাকে দেখলাম সূর্য উদয়ের পর ওযু করলেন, তারপর নামায পড়লেন। আমি তাকে বললামঃ আজকের দিন ব্যতীত আপনি এই নামায কখনও এই সময়ে পড়েন না। তখন তিনি বললেনঃ আমি ফজরের নামাযের জন্য ওযু করার পর আমার লজ্জাস্থান স্পর্শ করে ফেলছি। অতঃপর আমি ওযু করতে ভুলে গেছি। তাই আমি ওযু করলাম এবং পুনরায় নামায পড়লাম।**[মুয়াত্তা মালিক]**

৭৭। উরওয়া (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মারওয়ান ইবনুল হাকামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলামঃ কি কারণে অযু করার প্রয়োজন হয়? জবাবে মারওয়ান বলেন, পুরুষাংগ স্পর্শ করলে। তখন উরওয়া জিজ্ঞেস করেন, আপনি তা কিরূপে জানলেন? মারওয়ান বলেন- বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা)আমাকে জানিয়েছেন- তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ যে ব্যক্তি নিজের পুরুষাংগ স্পর্শ করবে তাকে অযু করতে হবে।**[আবু দাউদ]**

৭৮। কায়েস ইবনু তলক থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। একদা আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করি। এমন সময় সেখানে একজন গ্রাম্য লোক আগমন করে মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করে- হে আল্লাহর নাবী! অযু করার পর যদি কোন ব্যক্তি নিজের পুরুষাংগ স্পর্শ করে- তবে এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ পুরুষাংগ তো একটি গোশতের টুকরা অথবা গোশতের খণ্ড মাত্র। অর্থাৎ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার কারণে অযু ভঙ্গ হবেনা।**[আবু দাউদ]**

৭৯। আবূ হুরায়রাহ (রা)রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ''তোমাদের কারো হাত নিজের পুরুষাঙ্গের উপর লাগলে এবং হাত ও পুরুষাঙ্গের মধ্যে কোন আবরণ না থাকলে তাকে অযু করতে হবে''। **[মিশকাত]**

ব্যাখ্যা: *উপরের কয়েকটি হাদীসের আলোকে একদল বিশেষজ্ঞের মতামত হলো, কাপড়ের উপর দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অযু ভঙ্গ হবেনা। আর আবরণবিহীন সরাসরি স্পর্শ করলে অযু ভেঙ্গে যাবে। অন্যআরেকদল বিশেষজ্ঞের মতামত হলো উত্তেজনাসহ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অযু ভঙ্গ হবে নতুবা স্বাভাবিকভাবে স্পর্শ করলে অন্যসাধারণ অঙ্গ স্পর্শ করার মত অযু ভঙ্গ হবেনা। হানাফি মাজহাবের বিশেষজ্ঞদের মতে অযু ভঙ্গ হবেনা। তবে এই ব্যাপারে একটি মত সবচেয়ে মধ্যমপন্থী মনে হয় সেটি হলো- স্বাভাবিকভাবে লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অযু ভঙ্গ হবেনা তবে অযু করা উত্তম ও নিরাপদ।*

৮০। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)বলতেনঃ স্বামী কর্তৃক আপন স্ত্রীকে চুম্বন এবং হাতে ছোঁয়া মুলামাসত তথা সহবাস এর পূর্বকাজ এর অন্তর্ভুক্ত। যে নিজের স্ত্রীকে

চুম্বন করে অথবা তাহাকে হাতে ছোঁয় তাহার ওপর অযু ওয়াজিব হবে।**[মুয়াত্তা মালিক]**

৮১। আয়িশা (রা)হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোন এক স্ত্রীকে চুম্বন করে অযু করা ব্যতিরেকে নামায আদায় করতে যান। উরওয়া (রহঃ) বলেন, আমি আয়িশাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঐ স্ত্রীই কি আপনি নন? এই কথা শুনে তিনি মুচকি হাসি দেন।**[আবু দাউদ]**

ব্যাখ্যা: *উত্তেজনাবশত স্ত্রীকে চুম্বন না করলে অথবা চুম্বনের ফলে যদি উত্তেজনা সৃষ্টি না হয় তাহলে অযু ভঙ্গ হবেনা।*

৮২। নাফি' (রহঃ) হইতে বর্ণিত, যখন আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রাঃ)-এর নাক দিয়া রক্ত বের হইত, তখন নামায হইতে তিনি ফিরে যাইতেন। অতঃপর ওযু করতেন এবং পুনরায় আসিয়া বাকি নামায পড়তেন, আর তিনি এই অবস্থায় কথা বলতেন না। **[মুয়াত্তা মালিক]**

৮৩। ইয়াযিদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন কুসাইত লাইসী (রহঃ) বলেনঃ তিনি সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ)-কে দেখিয়াছেন, তিনি যখন নামায পড়তেছিলেন তখন তাহার নাক দিয়া রক্ত বের হইল তিনি নাবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পত্নী উম্মু সালমার হুজরায় আসলেন। তার জন্য পানি আনা হইল, তিনি ওযু করিলেন, তারপর ফিরে গেলেন এবং নামায যতটুকু বাকি ছিল তাহা আদায় করলেন। **[মুয়াত্তা মালিক]**

ব্যাখ্যা: *নামাজ চলাকালীন সময়ে কারোর যদি অযু নষ্ট হয়ে যায় তখন তিনি নামাজ ছেড়ে অযু করবেন এবং কারোর সাথে কোন কথা না বলে জামায়াতে শরিক হয়ে বাকি নামাজ আদায় করবেন। অযু করার সময় নামাজি ব্যক্তির*

যতরাকাত নামাজ ছুটে গিয়েছে পরবর্তীতে তিনি ততরাকাত নামাজ আদায় করে নিবেন।

৮৪। আবূ সাঈদ (রা)হতে বর্ণিত। একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক গোলামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যখন সে বকরীর চামড়া ছাড়াচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেনঃ একটু সরে দাঁড়াও, আমি তোমাকে শিখিয়ে দেই। অতঃপর তিনি নিজের হাত বকরীর চামড়া ও গোশতের মাঝখানে ঢুকিয়ে দেন; এমনকি তাঁর হাত বগল পর্যন্ত ঢুকে গেল। অতঃপর উঠে গিয়ে লোকদের সাথে অযু না করেই নামায আদায় করলেন। (অর্থাৎ হালাল পশুর রক্ত-মাংস স্পর্শ করে রাসূল (সা) নতুন করে অযু করেননি)**[আবু দাউদ]**

৮৫। শাকীক থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ (রা)বলেছেনঃ খালি পায়ে রাস্তা পদদলিত করার কারণে আমরা অযু করতাম না অর্থাৎ অযু ভঙ্গ হতোনা এবং আমাদের চুল ও কাপড় নামাযের মধ্যে গুটিয়ে রাখতাম না।**[আবু দাউদ]**

৮৬। মা'দান ইবনু আবী তালহার সনদে আবূদ-দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বমি হল। পরে তিনি অযু করলেন। মা'দান ইবনু আবী তালহা বলেন, দামিশক মসজিদে ছাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে তাঁর কাছে আবূদ - দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর এই বর্ণনাটি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন আবূদ-দারদা সত্য বলেছেন। রাসূল (সা) যখন বমি করছিলেন, তখন আমিই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অযুর পানি ঢেলে দিয়েছিলাম। (অর্থাৎ মুখ ভরে বমি করলে অযু ভেঙ্গে যায়)**[তিরমিজি]**

পরিচ্ছেদ: ছয়: মোজা ও পাগরীর উপর মাসেহ করার বিধান

৮৭। ইবনু উমার (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি সা'দ ইবনু মালিক (রা)কে চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করতে দেখে বলেন, আপনারাও এটা করছেন! এরপর তারা উভয়ে উমার (রা)এর এর নিকট একত্র হলেন। সা'দ(রা)উমার(রাঃ)কে বলেন, আমার এই ভাতিজাকে চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ সম্পর্কে ফতওয়া দিন। উমার(রা)বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে থাকাকালে আমাদের চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করতাম। আমরা একে আপত্তিকর মনে করিনি। ইবনু উমার(রা)বলেন, আর যদি সে পায়খানা সেরে আসে? তিনি বলেন, হ্যাঁ সে ক্ষেত্রেও মোজার উপর মাসেহ করতে পারবে।**[ইবনে মাজাহ]**

৮৮। সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা)থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উভয় মোজার ওপর মাসেহ করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু উমর তার পিতা উমর (রাঃ)-কে সা'দ ইবনে আবি আক্কাস এর বর্ণনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ হ্যাঁ! সা'দ (রা)নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিছু বর্ণনা করলে সে ব্যাপারে আর অন্যকে জিজ্ঞাসা করো না।**[বুখারি]**

৮৯। আলী (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ধর্মের মাপকাঠি যদি কেবল বিবেক-বিবেচনার উপর নির্ভরশীল হত, তবে মোজার উপরের অংশে মাসেহ না করে নিচের অংশে মাসেহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। রাবী তথা বর্ণনাকারী আলী (রা)বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর মোজার উপরের অংশে মাসেহ করতে দেখেছি।**[আবু দাউদ]**

৯০। মুগীরাহ ইবনু শুবাহ (রা)থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করেন এবং সুতি মোজাদ্বয় ও জুতা জোড়ার উপর মাসেহ করেন।**[ইবনে মাজাহ]**

৯১। উবায়দ ইবনু জুরাইজ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ)কে বললামঃ আমি দেখেছি আপনি এই সিবতী জুতা পরিধান করেন আর এগুলো পরিধান করেই অযু করেন, এর কারণ কি? আবদুল্লাহ (রা)বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এ সিবতী জুতা পরিধান করতে এবং তা পায়ে রেখেই অযু করতে দেখেছি।**[নাসাঈ]**

ব্যাখ্যা: *সিবতী জুতা হলো গরুর চামড়া দ্বারা তৈরি এক প্রকার জুতা, যার লোম তুলে ফেলা হয়েছে। এগুলো মোজার মত। তাই রাসূল (সা) এগুলোকে পায়ে রেখেই অযু করেছেন আর এগুলোর উপর মাসেহ করেছেন।*

৯২। উক্ববাহ ইবনু আমির আল-জুহানী (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি মিসর থেকে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)এর নিকট আসেন। উমার (রা)বলেন, কবে থেকে তুমি মোজা খোলনি? তিনি বলেন, এক জুমার দিন থেকে পরবর্তী জুমার দিন পর্যন্ত। তিনি বলেন, তুমি সুন্নাত অনুযায়ী কাজ করেছ।**[ইবনে মাজাহ]**

৯৩। সাফওয়ান ইবনু আসসাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমরা মুসাফির হলে ফরয গোসল ব্যতীত তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত চামড়ার মোযা না খুলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন। এই নির্দেশ পেশাব-পায়খানা ও নিদ্রার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।**[তিরমিজি]**

৯৪। সুরাইয়া ইবনু হানী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রাঃ)-এর কাছে এলাম মোযার ওপর মাসেহ করার মাস'আলা জিজ্ঞেস করতে; তিনি বললেন, আবু তালিবের পুত্র আলী (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে এ মাসআলা জিজ্ঞেস কর। কারণ সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফর করত। অতঃপর আমরা তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিন দিন রাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং মুকীমের জন্য একদিন এক রাত।**[মুসলিম]**

ব্যাখ্যা: *যদিও একটি হাদীসে মুসাফিরের জন্য এক সপ্তাহ পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহ করাকে সুন্নাত বলা হয়েছে। তবে অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতে ফকিহদের মতামত হলো- মুসাফির ব্যক্তি সর্বোচ্চ তিনদিন তিন রাত্রি পর্যন্ত এক অযু দিয়ে মোজার উপর মাসেহ করতে পারবে। এটিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত।*

৯৫। মুগীরা (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, "তোমার সাথে কি পানি আছে"? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তাঁর বাহন থেকে নেমে পড়লেন। তারপর হাঁটতে হাঁটতে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন। তখন আমি বদনা থেকে তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ধুইলেন তখন তাঁর গায়ে ছিল একটি পশমের জোব্বা। তিনি তা থেকে হাত বের করতে না পেরে জোব্বার নিচ দিয়ে বের করলেন। তারপর তাঁর উভয় বাহু ধুইলেন এবং মাথা মাসেহ করলেন। আমি তাঁর উভয় মোযা খুলে দিতে চাইলাম কিন্তু বাধা দিয়ে তিনি বললেন, ওভাবেই থাকতে দাও। কারণ আমি মোজাদুটি পবিত্র অবস্থায় পায়ে দিয়েছি। এই বলে তিনি তার উভয় মোযার ওপর মাসেহ করলেন।**[মুসলিম]**

৯৬। বুরায়দা (রা)থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন এক অযু দিয়ে কয়েক ওয়াক্তের নামাজ আদায় করেন এবং মোযার উপর মাসেহ করেন। উমার (রা)তাকে বললেন, আপনি আজ এমন কাজ করেছেন যা ইতিপূর্বে আর করেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, "উমার! আমি ইচ্ছে করেই এ রকম করেছি।(অর্থাৎ এরূপ করার বৈধতা রয়েছে) **[মুসলিম]**

৯৭। মুগীরা (রা)থেকে বর্ণিত। রাবী বাকর বলেন, আমি মুগীরা (রা)এর পূত্র থেকে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা অযু করলেন। মাথার সম্মুখ ভাগ এবং পাগড়ি ও উভয় মোযার ওপর মাসেহ করলেন।**[মুসলিম]**

৯৮। বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চামড়ার মোযা এবং পাগড়ির উপর মাসেহ করেছেন।**[তিরমিজি]**

৯৯। আবূ উবায়দা ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আম্মার ইবনু ইয়াসির (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন চামড়ার মোযায় মাসেহ করা সম্পর্কে আমি জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেনঃ হে ভাতিজা, এটি সুন্নাত। তাঁকে পাগড়ির উপর মাসেহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ এটার নিয়ম হলো মূলত- ভিজা হাতে মাথার (সামনের) কিছু চুল স্পর্শ করবে।**[তিরমিজি]**

পরিচ্ছেদ: সাত: মিসওয়াকের গুরুত্ব ও ফজিলত

১০০। আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেনঃ তিনি বলেছেন যে, মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ ও আল্লাহর সন্তোষ লাভের উপায়।**[নাসাঈ]**

ব্যাখ্যা: *মিসওয়াক হলো দাঁত পরিস্কার করার যন্ত্রবিশেষ। তবে রাসূল (সা) সর্বদা গাছের ডালাকে মিসওয়াক হিসেবে ব্যবহার করতেন।*

১০১। যায়দ ইবনু খালিদ আল-জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের জন্য

কষ্টকর হবে এই আশংকা যদি না হত তাহলে প্রতি নামাজের সময় তাদের আমি মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম আর রাত্রের এক তৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত ইশার নামাজ পিছিয়ে নিতাম। রাবী বলেন, লেখক তার কলম কানের যে স্থানে গুঁজে রাখে তেমনি যায়দ ইবনু খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কানে মিসওয়াক গুঁজে রেখে নামাজের জন্য মসজিদে হাযির হতেন। সালাতের আগে তিনি মিসওয়াক করে নিতেন এবং পুনরায় তা কানে রেখে দিতেন।**[তিরমিজি]**

১০২। মিকদামের পিতা সুরায়হ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর-ঘরে ঢুকে সর্ব প্রথম কোন কাজটি করতেন? তিনি বললেন, সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন।**[মুসলিম]**

১০৩। হুযায়ফা (রা)থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে তথা তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন তখন মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিস্কার করতেন।**[মুসলিম]**

১০৪। আলী (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি মিসওয়াক আনতে আদেশ দিয়ে বললেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা যখন নামায পড়তে দাঁড়ায়, তখন ফিরিশতা তার পিছনে দাঁড়ায়। তার ক্বিরাআত শুনতে থাকেন। ফিরিশতা তার নিকটবর্তী হন; পরিশেষে তিনি নিজ মুখ বান্দার মুখে মিলিয়ে দেন! ফলে তার মুখ হতে কুরআনের যেটুকু অংশ বের হয় সেটুকু অংশই ফিরিশতার পেটে প্রবেশ করে। সুতরাং কুরআনের জন্য তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র কর।**[বাইহাকি]**

১০৫। আলী ইবনু আবূ তালিব (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মুখ হল কুরআনের রাস্তা। অতএব তোমরা মিসওয়াক করে তা পবিত্র ও সুগন্ধযুক্ত করো।**[ইবনে মাজাহ]**

১০৬। ইবনু আব্বাস (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে দুই দুই রাকআত করে নফল নামাজ আদায় করতেন এবং নামাজ থেকে অবসর হয়ে মিসওয়াক করতেন।**[ইবনে মাজাহ]**

১০৭। আবূ বুরদা (রহঃ)-এর পিতা আবূ মূসা (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এলাম। তখন তাঁকে দেখলাম তিনি মিসওয়াক করছেন এবং মিসওয়াক মুখে দিয়ে তিনি উ', উ', শব্দ করছেন; যেন তিনি বমি করছেন।**[বুখারি]**

১০৮। ইবনু আব্বাস (রা)থেকে বর্ণিত যে, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে রাত যাপন করেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ রাতে উঠলেন। বেরিয়ে এসে তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। এরপর আলে-ইমরানের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন,إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ থেকে পর্যন্ত। এরপর ঘরে ফিরে এসে মিসওয়াক করলেন এবং অযু করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। তারপর আবার-উঠে বাইরে রেরিয়ে গেলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে উপরের আয়াতটি আবার তিলাওয়াত করলেন। তারপর ফিরে এসে মিসওয়াক করলেন, অযু করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করলেন।**[মুসলিম]**

পরিচ্ছেদ: আট: গোসলের বিধান

১০৯। আবূ হুরায়রাহ (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুসলিম মাত্রই সাতদিনের মধ্যে কমপক্ষে একদিন গোসল করা অত্যাবশ্যক। এতে তার মাথা ও শরীর ধুয়ে নিবে।**[মিশকাত]**

১১০। সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক জুমার দিন শুধু অযু করেছে, সে ফরয কাজ আদায় করেছে; আর এটা তার জন্য যথেষ্ট। আর যে লোক জুমু'আর দিন গোসল করেছে- এ গোসল তার জন্য খুবই কল্যাণকর।[আহমাদ]

১১১। আব্দুর রহমান (রহঃ) থেকে আবূ হুরায়রা (রা)এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা)আবূ সালামাকে অবহিত করেন যে, একদিন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)জুমার খুৎবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় সেখানে এক ব্যক্তি প্রবেশ করে। উমার (রা)তাকে জিজ্ঞাসা করেন, জুমার নামাযের জন্য সঠিক সময়ে উপস্থিত হওয়ায় কিসে তোমাকে বাধা দিল? আগন্তুক (উছমান) বিনয়ের সাথে বলেন, নামাযের জন্য সঠিক সময়ে আগমনে আমাকে কিছু বাধা দেয়নি। আমি আযান শুনার পর অযু করে আসতে যতটুকু দেরী হয়েছে। উমার (রা)বলেন, তুমি কি কেবল অযুই করেছ? তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুননি? 'যখন তোমাদের কেউ জুমুআর নামায আদায়ের ইচ্ছা করবে সে যেন গোসল করে।**[আবু দাউদ]**

১১২। হাফসা (রা)নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য জুমুআর নামায আদায় করা একান্ত কর্তব্য এবং যে ব্যক্তি জুমার নামাযের জন্য গমন করবে তাঁর জন্য গোসল করা প্রয়োজন।**[আবু দাউদ]**

১১৫। আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন তাদের বাড়ি ও উঁচু এলাকা থেকেও জুম'আর নামাজের জন্য পালাক্রমে আসতেন। আর যেহেতু তারা ধুলো-বালির মধ্য দিয়ে আগমন করতেন, তাই তাঁরা ধূলি মলিন ও ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন। তাঁদের দেহ থেকে ঘাম বের হত। একদিন তাদের একজন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেনঃ যদি তোমরা এ দিনটিতে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে। (বুখারি)

১১৬। আমর থেকে ইকরামা (রহঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইরাকের একটি প্রতিনিধি দল এসে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন, হে ইবনু আব্বাস! আপনার মতে কি জুমার দিন গোসল করা ওয়াজিব? তিনি বলেন- না, কিন্তু যে ব্যক্তি গোসল করে সেটা খুবই উত্তম ও পবিত্রতম কাজ আর যে ব্যক্তি গোসল করে না- তার জন্য এটা ওয়াজিব নয়। আমি তোমাদেরকে গোসলের ইতিহাস বলব। অতঃপর তিনি বলেন- ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানরা মোটা কাপড় পরিধান করে দৈহিক পরিশ্রম- এমন কি বোঝা বহনের কাজও করত। তাদের মসজিদ ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং নীচু ছাদ বিশিষ্ট। একদা গরমের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে গিয়ে দেখতে পান যে, অত্যধিক গরমের ফলে মুসল্লীদের শরীরের ঘাম কাপড়ে লেগে তা হতে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং এ কারণে সকলেই কষ্ট অনুভব করছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এই দুর্গন্ধ অনুভব করে বললেনঃ “হে লোকসকল! যখন এই জুমার দিন আসবে তোমরা গোসল করে সাধ্যানুযায়ী তৈল ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করবে”।

অতঃপর ইবনু আব্বাস (রা)বলেন, পরবর্তীকালে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যখন মুসলমানদের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেন, তখন তারা মোটা কাপড় ত্যাগ করে উত্তম পোশাক পরিধান করতে থাকে, নিজেদের কাজ অন্যদের দ্বারা করাতে থাকে

এবং তাদের মসজিদও প্রশস্ত হয়। এর ফলশ্রুতিতে ইতিপূর্বে তারা ঘর্মাক্ত হওয়ায় যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হত তা দূর হয়।**[আবু দাউদ]**

১১৬। উমার বিন খাত্তাব (রা)কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, হে লোক সকল! অবশ্যই আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন অবশ্যই এমন খাবারের দস্তরখানে না বসে, যাতে মদ পরিবেশিত হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন সাধারণ গোসলখানায় উলঙ্গ হয়ে প্রবেশ না করে। আর যে মহিলা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন পাবলিক-গোসলখানায় প্রবেশ না করে; যেখানে পুরুষ-মহিলা সবাই গোসল করে।**[আহমদ]**

১১৭। উম্মে দারদা (রা)হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি পাবলিক-গোসলখানা হতে বের হলাম। সেসময় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে বললেন, কোথা হতে, হে উম্মে দারদা? আমি বললাম, গোসলখানা থেকে। তিনি বললেন, সেই সত্তার শপথ; যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! যে মহিলা তার কোন মায়ের ঘর ছাড়া অন্য স্থানে নিজের কাপড় খোলে, সে তার ও দয়াময় (আল্লাহর) মাঝে প্রত্যেক পর্দা বিদীর্ণ করে ফেলে।**[আহমদ]**

১১৮। ইয়ালা (রা)থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, এক ব্যক্তি খোলা জায়গায় পর্দা ব্যতীত গোসল করছে। তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন, আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তাঁর গুণগান করলেন। তারপর বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীল, লজ্জাশীল, মানুষের পাপ আড়ালকারী। তিনি লজ্জাশীলতাকে এবং পর্দা করাকে পছন্দ করেন। অতএব তোমাদের কেউ যখন গোসল করবে, সে যেন পর্দা করে।**[নাসাঈ]**

১১৯। জাবির (রা)সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে, সে যেন পায়জামা/লুঙ্গি পরিধান ব্যতীত গোসলখানায় প্রবেশ না করে। (অর্থাৎ উলঙ্গ হয়ে যেন প্রবেশ না করে)**[নাসাঈ]**

১২০। মুহিল ইবনু খলীফা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আবূস সামেহ (রা)আমার নিকট বর্ণনা করেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমত করতাম। তিনি যখন গোসল করার ইচ্ছা করতেন, তখন বলতেনঃ তোমার পিঠটা আমার দিকে ঘুরিয়ে দাও। তখন আমি আমার পিঠ তাঁর দিকে ঘুরিয়ে দিতাম। এভাবে তাঁর গোসলের সময় পর্দার ব্যবস্থা করতাম।**[নাসাঈ]**

১২১। উম্মে হানী বিনত আবূ তালিব (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গিয়ে তাঁকে গোসলরত অবস্থায় দেখলাম, ফাতিমা (রা)তাঁকে পর্দা করে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইনি কে? আমি বললামঃ আমি উম্মে হানী।**[বুখারি]**

১২২। আনাস (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সা' বা চারমুদ থেকে পাঁচমুদ পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং উযু করতেন এক মুদ দিয়ে।**[বুখারি]**

ব্যাখ্যা: *চার মুদ = ১ সা অর্থাৎ প্রায় সোয়া তিন কেজি।*

১২৩। মূসা জুহানী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মুজাহিদ (রহঃ) এর নিকট একটি পেয়ালা আনা হল, আমার অনুমান তাতে আট রতল পানি হবে। পরে

তিনি বললেনঃ আমাকে আয়িশা (রা)বর্ণনা করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করতেন।**[নাসাঈ]**

ব্যাখ্যা: *এক রতল বলতে সাধারণত আধা সের, যা বর্তমান পরিমাণে প্রায় আধা লিটার।*

১২৪। খলীফা ইবনু হুসায়েন থেকে তাঁর দাদা কায়েস (রা)এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম কবুল করার আগ্রহে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হলে তিনি আমাকে কূলের পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল করার নির্দেশ দেন।**[আবু দাউদ]**

১২৫। আবদুল্লাহ ইবনু আবূ কায়স (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি আয়িশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, অপবিত্র অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিদ্রা কিরূপ ছিল? তিনি কি নিদ্রার পূর্বে গোসল করতেন নাকি গোসল করার পূর্বে নিদ্রা যেতেন? তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবটাই করতেন, অনেক সময় তিনি গোসল করে নিদ্রা যেতেন আবার কোন কোন সময় অযু করে নিদ্রা যেতেন।**[আবু-দাউদ]**

১২৬। গুযায়ফ ইবনু হারিস (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি আয়িশা (রা)এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলামঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি রাতের প্রথমভাগে গোসল করতেন? না শেষরাতে গোসল করতেন? তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সবটাই করতেন। অনেক সময় তিনি রাতের প্রথমভাগে গোসল করতেন। আবার কখনও শেষরাতে গোসল করতেন। আমি বললাম, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি প্রত্যেক ব্যাপারে সুযোগ রেখেছেন।**[নাসাঈ]**

১২৭। হুমায়েদ আল-হিময়ারী হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এমন এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করি, যিনি চার বছর যাবত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে ছিলেন যেভাবে আবূ হুরায়রা (রা)রাসূলের খেদমতে ছিলেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদেরকে পুরুষদের অতিরিক্ত পানি দ্বারা গোসল করতে নিষেধ করেছেন এবং একইভাবে পুরুষদেরকে মহিলাদের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি দ্বারা গোসল করতে নিষেধ করেছন। রাবী মুসাদ্দাদ এর সাথে যোগ করেছেনঃ পুরুষ-মহিলার জন্য একসাথে একই পাত্র হতে হাত দ্বারা পানি উঠান নিষেধ।**[আবু দাউদ]**

১২৮। উম্মে হানী (রা)থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মায়মূনা (রা)একই পাত্রে গোসল করেছেন, তা এমন পাত্র ছিল যাতে আটার খামিরের চিহ্ন ছিল।**[নাসাঈ]**

১২৯। আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি ও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে এভাবে গোসল করতাম যে, তাতে আমাদের দু'জনের হাত একের পর এক পড়তে থাকত।**[বুখারি]**

১৩০। আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র থেকে গোসল করতাম যা আমার এবং তাঁর মাঝখানে থাকত। তিনি আমার থেকে তাড়াতাড়ি করে ফেলতেন। তখন আমি বলতাম, আমার জন্য একটু রেখে দিন, আমার জন্য একটু রেখে দিন। আয়িশা (রা)বলেন, আমরা উভয়েই তখন অপবিত্র অবস্থায় ছিলাম।**[মুসলিম]**

১৩১। আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক পানির পাত্রে গোসল করতেন যার নাম ফারাক যাতে ষোল রতল পানি ধরত। আর আমি এবং তিনি একই পাত্রে গোসল করতাম। **[নাসাঈ]**

১৩২। আবদুর রহমান ইবনু হুরমূয আল আ'রাজ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমাকে উম্মে সালামার আযাদকৃত গোলাম না'য়িম বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে সালামা (রা)কে জিজ্ঞাসা করা হল, স্ত্রী কি স্বামীর সাথে গোসল করতে পারবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, করতে পারে যখন স্ত্রী বুদ্ধিমতী হয়। আমার স্মরণ আছে, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই গামলা থেকে গোসল করতাম। আমরা আমাদের উভয় হাতে পানি ঢালতাম এবং তা ধুইতাম, পরে তার উপর পানিও ঢালতাম।**[নাসাঈ]**

ব্যাখ্যা: *পুরুষ মহিলা একত্রে গোসল করা নিষেধ। তবে স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে নিষেধ নয়।*

১৩৩। নাফি' (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)বলিতেনঃ স্ত্রীলোকের গোসলের অবশিষ্ট পানি দ্বারা গোসল করাতে কোন দোষ নাই অর্থাৎ ইহা জায়েয। যদি স্ত্রীলোক ঋতুমতী (حائض) অথবা জুনুবী না হয়।**[মুয়াত্তা মালিক]**

১৩৪। আলী (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্ত্রী একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন। তবে তাদের একজন অপরজনের অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করতেন না।**[ইবনে মাজাহ]**

১৩৫। ইবনু আব্বাস (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়মুনা (রা)এর গোসলের পর তার পাত্রের অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করেন।**[মুসলিম]**

১৩৬। বানী গিফারের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: কোন মহিলা যদি অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্র

হওয়ার জন্য গোসল করে। অতপর তার ব্যবহৃত পানির অবশিষ্টাংশ ব্যবহার করা নিষেধ।**[তিরমিজি]**

ব্যাখ্যা: *নাপাকি ব্যক্তি পাত্রের মধ্যে বসে গোসল করলে তার গোসলের পরে অবশিষ্ট পানি দিয়ে অন্যকারোর জন্য গোসল বৈধ নয়। পাত্র থেকে পানি উঠিয়ে গোসল করলে এবং পাত্রে অপবিত্রতা মিশ্রিত না হলে এই পাত্রের অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল বৈধ।*

১৩৭। আবূ হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তোমাদের কেউ যেন নাপাক অবস্থায় স্থির পানিতে গোসল না করে। রাবী বলল, হে আবূ হুরায়রা! তখন সে কিভাবে গোসল করবে? তিনি বললেন, পানি তুলে নিয়ে গোসল করবে।**[মুসলিম]**

১৩৮। আবূ হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার নামাজের ইকামত দেওয়া হলে সবাই দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে নামাজ পড়ানোর জন্য আসলেন। তিনি মুসল্লায় দাঁড়ালে তাঁর মনে হল যে, তিনি জানাবাত তথা অপবিত্র অবস্থায় আছেন। তখন তিনি আমাদের বললেনঃ তোমরা নিজেদের স্থানে দাঁড়িয়ে থাক। তিনি ফিরে গিয়ে গোসল করে আবার আমাদের সামনে আসলেন; তখন তাঁর মাথা থেকে গোসলের পানি ঝরছিল। তিনি নামাজের তাকবীর বাঁধলেন, আর আমরাও তাঁর সাথে নামাজ আদায় করলাম।**[বুখারি]**

১৩৯। উম্মু আতিয়্যা (রা)থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা যয়নব (রা)এর মৃত্যুর পর গোসল করানোর সময় গোসলকরানো ব্যক্তিদের বলেছিলেনঃ তোমরা তার ডানদিক এবং অযু এর স্থান থেকে গোসল করানো শুরু কর।**[বুখারি]**

১৩৯। উম্মে আতিয়্যাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যার মাথার চুল তিনটি বেণী করে দেন। তাঁরা তা খুলেছেন, এরপর তা ধুয়ে তিনটি বেণী করে দেন। [বুখারি-**১১৮৬**]

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَيُّوبُ وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ، قَالَتْ حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلاَثَةَ قُرُونٍ.

১৩৯। উম্মে আতিয়্যাহ্ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা [যয়নব (রাঃ)] এর ইন্তেকাল হলে তিনি আমাদের কাছে এসে বললেনঃ তোমরা তাকে তিন, পাঁচ প্রয়োজন মনে করলে তার চাইতে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও। শেষবার কর্পূর বা (তিনি বলেছেন) কিছু কর্পূর ব্যবহার করবে। তোমরা শেষ করে আমাকে জানাও। আমরা শেষ করার পর তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাঁদরখানি আমাদের দিয়ে বললেনঃ এটি তাঁর গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও। [বুখারি-**১১৮০**]

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ " اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مَنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ". فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ". تَعْنِي إِزَارَهُ.

১৪০। আলী (রা)থেকে বর্ণিত। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এলেন এবং বললেনঃ আবূ তালিব মরে গিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যাও তাকে দাফন কর, আলী (রা)বললেনঃ তিনি তো মুশরিক অবস্থায় মারা গিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেনঃ যাও তাকে দাফন কর। যখন আমি তাকে দাফন করে তাঁর নিকট ফিরে আসলাম, তখন তিনি আমাকে বললেনঃ এবার তুমি গোসল করে নাও।**[নাসাঈ]**

১৪১। আবূ হুরায়রাহ্ (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মৃত ব্যক্তিকে যে লোক গোসল দেয় সে নিজেও যেন গোসল করে। ইবনু মাজাহ্ কথাটুকু অতিরিক্ত করেছেন যে, আর যে ব্যক্তি মৃতকে বহন করে সে যেন অযু করে। **[ইবনে মাজাহ]**

১৪২। আবূ হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বনী ইসরাঈলের লোকেরা নগ্ন হয়ে একে অপরকে দেখা অবস্থায় গোসল করত। কিন্তু মূসা (আঃ) একাকী গোসল করতেন। এতে বনী ইসরাঈলের লোকেরা বলাবলি করছিল, আল্লাহর কসম! মূসা (আঃ) 'অণ্ডকোষবৃদ্ধি' রোগের কারণেই আমাদের সাথে গোসল করে না। একবার মূসা (আঃ) একটা পাথরের উপর কাপড় রেখে গোসল করছিলেন। পাথরটা তাঁর কাপড় নিয়ে পালাতে লাগল। তখন মূসা (আঃ) "পাথর! আমার কাপড় দাও, পাথর! আমার কাপড় দাও" বলে পেছন পেছন ছুটলেন। এদিকে বনী ইসরাঈলের লোকেরা মূসার দিকে তাকাল। তখন তারা বলল, আল্লাহর কসম! মূসার কোন রোগ নেই। মূসা (আঃ) পাথর থেকে কাপড় নিয়ে পরিধান করলেন এবং পাথরটাকে পিটাতে লাগলেন। আবূ হুরায়রা (রা)বলেনঃ আল্লাহর কসম! পাথরটিতে ছয় কিংবা সাতটি পিটুনির দাগ পড়ে গেল। আবূ হুরায়রা (রা)আরো বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক সময় আইয়ূব (আঃ) উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করছিলেন। তখন তাঁর উপর সোনার পঙ্গপাল বর্ষিত হচ্ছিল। আইয়ূব (আঃ) তাঁর কাপড়ে সেগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন। তখন তাঁর রব তাঁকে বললেনঃ হে আইয়ূব! আমি কি তোমাকে এগুলো থেকে অমুখাপেক্ষী করিনি? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ,

আপনার ইযযতের কসম! অবশ্যই করেছেন। তবে আমি আপনার বরকত থেকেও বঞ্চিত হতে চাইনা।**[বুখারি]**

ব্যাখ্যা: *হাদীসে বর্ণিত দুটো ঘটনা ছিল দুজন নাবীর বিশেষ পরীক্ষা। সাধারণ কারোর জন্য এই বিষয় প্রযোজ্য নয়।*

পরিচ্ছেদ: নয়: গোসলের সময় যেসব অঙ্গ ধৌত করতে হয়

১৪৩। মায়মূনা বিনত হারিস (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য গোসলের পানি রেখে পর্দা করে দিলাম। তিনি পানি দিয়ে দু'বার কিংবা তিনবার হাত ধুইলেন। সুলায়মান (রহঃ) বলেন, তৃতীয়বারের কথা বলেছেন কিনা মনে পড়ে না। তখন তিনি ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতে ঢাললেন এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে নিলেন। তারপর তাঁর হাত মাটিতে বা দেওয়ালে ঘষলেন। পরে তিনি কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং তাঁর চেহারা ও দু' হাত ধুইলেন এবং মাথা ধুয়ে ফেললেন তারপর তাঁর শরীরে পানি ঢেলে দিলেন। পরে সেখান থেকে সরে গিয়ে তাঁর দু'পা ধুইলেন। অবশেষে আমি তাঁকে একখন্ড কাপড় দিলাম; কিন্তু তিনি হাতের ইশারায় নিষেধ করলেন এবং তা নিলেন না, দুই হাত ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেলেন। আবু দাউদের বর্ণনায় আছে, সাহাবায়ে কিরামগণ রুমাল ব্যবহার করা অপছন্দ করতেন না, বরং তাঁরা রুমাল ব্যবহারকে অভ্যাসে পরিণত করা খারাপ মনে করতেন।**[বুখারি]**

১৪৪। আবূ জা'ফর (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাকে জাবির (রা)বলেছেন, আমার কাছে হাসান ইবনু মুহাম্মদ ইবনু হানাফিয়্যা এসেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, জানাবাত তথা অপবিত্রতার গোসল কিভাবে করতে হয়? আমি বললাম, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন আঁজলা/কোষ পানি

নিতেন এবং নিজের মাথার উপর ঢেলে দিতেন। তারপর নিজের সারা দেহে পানি পৌঁছিয়ে দিতেন। তখন হাসান আমাকে বললেন, আমার মাথার চুল খুব বেশি। আমি তাঁকে বললাম, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চুল তোমার চেয়ে অধিক ছিল।**[বুখারি]**

১৪৫। যুবায়র ইবনু মুতঈম (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে লোকেরা গোসল নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতে লাগল। কেউ কেউ বলল, আমিতো মাথা এরকম এরকমভাবে ধুই। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমি তো আমার মাথায় তিন আজলা পানি ঢেলে দেই। বুখারির বর্ণনায় আছে, এই বলে তিনি মাথার দিকে ইশারা করেন। **[মুসলিম]**

১৪৬। জাবির (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শীতপ্রধান অঞ্চলে কিভাবে নাপাকির গোসল করবো? তিনি বলেনঃ আমি তো হাতে পানি নিয়ে তিনবার আমার মাথায় ঢেলে থাকি।**[ইবনে মাজাহ]**

১৪৭। আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাদের কারও জানাবাত তথা অপবিত্রতার গোসলের প্রয়োজন হলে সে দু'হাতে পানি নিয়ে তিনবার মাথায় ঢালত। পরে হাতে পানি নিয়ে ডান পাশে তিনবার এবং আবার হাতে পানি নিয়ে বাম পাশে তিনবার ঢালত।**[বুখারি]**

১৪৮। আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাবাত তথা অপবিত্রতার গোসল করতেন, তখন তিনি দু'হাত ধুইতেন এবং নামাজের অযুর মত অযু করতেন। তারপর গোসল করতেন। পরে তাঁর হাত দিয়ে চুল খিলাল করতেন। চামড়া ভিজেছে বলে যখন তিনি নিশ্চিত হতেন, তখন তাতে তিনবার পানি ঢালতেন। তারপর সমস্ত শরীর ধুয়ে ফেলতেন।

‘আয়িশা (রা)আরো বলেছেনঃ আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। আমরা একই সাথে তা থেকে দুহাত ভরে পানি নিতাম।**[বুখারি]**

১৪৯। আবূ সালামা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি ও ‘আয়িশা (রাঃ)-এর ভাই ‘আয়িশা (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। তাঁর ভাই তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি প্রায় এক সা’ তথা প্রায় সোয়া তিন কেজি পরিমাণের একটি পাত্র আনালেন। তারপর তিনি গোসল করলেন এবং নিজের মাথার উপর পানি ঢাললেন। তখন আমাদের ও তাঁর মাঝে পর্দা ছিল।**[বুখারি]**

১৫০। আয়িশাহ (রা)থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার হায়েজগ্রস্ত অবস্থায় বলেনঃ তোমার মাথার চুল খুলে গোসল করো।**[ইবনে মাজাহ]**

১৫১। উম্মু সালামা (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার মাথার বেনী তো খুবই মোটা এবং শক্ত। আমি কি জানাবাত তথা অপবিত্রতার গোসলের জন্য তা খুলে ফেলব? তিনি বললেন, না, তোমার মাথায় কেবল তিন আজলা পানি ঢেলে দিলেই চলবে। এরপর তোমার সর্বাঙ্গে পানি ঢেলে দিবে। এ ভাবেই তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে।**[মুসলিম]**

১৫২। উবাইদ ইবনু উমাইর (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশাহ জানতে পারেন যে, আবদুল্লাহ ইবনু আমর তার স্ত্রীদের নাপাকির গোসলের সময় তাদের মাথার চুলের খোপা খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন, আমরের পুত্রের এ কাজে আশ্চর্য বোধ করছি। সে তার স্ত্রীগণকে তাদের মাথা কামিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয় না কেন? অবশ্যই আমি ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে একত্রে গোসল করেছি। আমি আমার হাতে তিনবার পানি নিয়ে আমার মাথায় ঢেলেছি, এর বেশি নয়।**[ইবনে মাজাহ]**

ব্যাখ্যা: *উপরের দুইটি হাদীস থেকে যেটি যখন সুবিধা হবে সেটিই আদায় করার সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ নারীগণ তাদের চুলের বেনী বা খোপা খুলেও গোসল করতে পারবে আবার না খুলে কেবল চুলের গোড়ায় পানি দিলেও গোসল হয়ে যাবে।*

পরিচ্ছেদ: দশ: তায়াম্মুমের বিধান

১৫৩। হুযাইফা (রা)কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সকল জাতির উপর আমার জাতিকে ৩টি বিষয়ের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে; আমাদের কাতারকে করা হয়েছে ফিরিশতাবর্গের কাতারের মত, সারা পৃথিবীকে আমাদের জন্য মসজিদ করে দেওয়া হয়েছে এবং পানি না পাওয়া গেলে মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করা হয়েছে।**[মুসলিম]**

১৫৪। আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন এক সফরে আমরা তাঁর সাথে বের হলাম। আমরা যখন বায়দা অথবা যাতুল জায়শ নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন আমার গলার হার হারিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা তালাশ করতে সেখানে থেমে গেলেন। আর লোকজনও তার সাথে সাথে থেমে পড়ল। তাদের কাছাকাছি কোথাও পানি ছিলনা এবং তাদের নিজেদের কাছেও পানি ছিল না।

অতঃপর লোকজন আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে এসে বলতে লাগল, আপনি দেখছেন না আয়িশা (রা)কী করল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আটকে দিয়েছে এবং সেই সাথে সমস্ত লোককে আটকে রেখেছে। অথচ তাদের কাছাকাছি কোথাও পানি নেই আর তাদের নিজেদের কাছেও পানি নেই। অতঃপর

আবূ বকর (রা)আমার কাছে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উরুর ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে ছিলেন। তিনি এসে বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সমস্ত লোকজনকে আটকে রেখেছ। অথচ না তারা পানির কাছাকাছি রয়েছে, আর না তাদের নিজেদের কাছে পানি আছে।

আয়িশা (রা)বলেন অতঃপর আবূ বকর (রা)আমাকে তিরস্কার করলেন এবং যতদূর বলার বললেন। তিনি তার হাত দিয়ে আমার পাজরে আঘাত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উরুর ওপর থাকার কারণে আমি নড়তেও পারলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়েই রইলেন। এমনি করে পানি ছাড়াই সকাল হল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন। তখন উসায়দ ইবনু হুযায়র (রা)(যিনি ছিলেন আকাবার শপথের অন্যতম নেতা) তিনি বললেন, "হে আবূ বকরের মেয়ে! এটাই আপনার প্রথম বরকত নয়"। অন্য বর্ণনায় আছে- এ সময় উসায়েদ (রা)আয়িশা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, আপনি মনঃক্ষুণ্ন হয়েছেন, তার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার এবং গোটা মুসলিম জাতির জন্য পথ সুপ্রশস্ত ও সহজ করে দিয়েছেন। আয়িশা (রা)বলেন, অতঃপর আমি যে উটের ওপর ছিলাম সেটিকে চলার জন্য উঠালাম। তখন উক্ত হারটি তার নিচে পাওয়া গেল।**[মুসলিম]**

১৫৫। ইবনু আব্বাস (রা)থেকে আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা)এর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী মুস্তালিকের অভিযান হতে প্রত্যাবর্তনের সময় "উলাতে জায়েশ" নামক স্থানে রাতের শেষ প্রহরে বিশ্রামের জন্য অবতরণ করেন এবং এই সময় আয়িশা (রা)তাঁর সাথে ছিলেন। এই স্থানে তাঁর ইয়ামানের তৈরী হারটি হারানো যায়। সকলে তাঁর হারের খোঁজে সবাই ব্যস্ত

হয়ে পড়েন- এমন কি ফজরের নামাযের সময় হয়ে যায়। তাদের সাথে তখন অযু করার মত পানি ছিল না। এমতাবস্থায় আবূ বাকর সিদ্দীক (রা)তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যা আয়িশা (রা)এর উপর রাগান্বিত হয়ে বলেন, তোমার কারণে সকলে এখানে আটকা পড়েছে, অথচ কারও সাথে অযু করার মত পানিও নাই।

এ সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার রাসূলের উপর পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে "রোখসতের" আয়াত নাযিল করেন; যা ছিল অযুর পরিবর্তে বিশেষ অবস্থায় তায়াম্মুম করার নির্দেশ। এ সময় মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে পবিত্র মাটির উপর হাত মেরে তা তুলে তাদের মুখমণ্ডল ও দুই হাতের বগল পর্যন্ত মাসেহ করেন; তবে তারা হাত দিয়ে মাটি আকড়ে ধরেননি।

নাসাঈর বর্ণনায় আছে বর্ণনাকারী বলেন, তখন মুমিনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে উঠে মাটিতে নিজেদের হাত মারলেন আর তাদের হাত উঠালেন এবং হাত থেকে মাটি একটুও ঝাড়লেন না, বরং তা দ্বারা তাদের চেহারা ও হাত উপরের দিক থেকে কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ করলেন আর তাদের হাতের নিচ দিক থেকে বগল পর্যন্ত মাসেহ করলেন।

ইবনু আব্বাসের বর্ণনায় আছে, সাহাবাগণ দুইবার মাটির উপর হাত মারেন, প্রথমবার মুখ মাসেহ করেন আর দ্বিতীবার হাত মাসেহ করেন। ইবনুল লায়ছ বলেন, তখন সাহাবাগণ দুই হাতের কনুইয়ের উপরিভাগ পর্যন্ত মাসেহ করেন। **[আবু দাউদ]**

১৫৬। আবদুর রহমান ইবনু আবযা (রা)থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি উমার (রা)এর কাছে এসে বলল, আমি অপবিত্র হয়েছি, কিন্তু পানি পাইনি এই অবস্থায় কি করব? তিনি বললেন, তুমি নামাজ আদায় করোনা। তখন আম্মার (রা)বললেন, "আমিরুল মুমিনীন! আপনার কি স্মরণ নেই যে, আমি এবং আপনি কোন এক

অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। অতঃপর আমরা উভয়েই অপবিত্র হয়ে পড়লাম। এক ফোটাও পানি পেলাম না। তখন আপনি নামাজ আদায় করলেন না, কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম এবং নামাজ আদায় করলাম।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এ ঘটনা জানালে তিনি বললেন, তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, তোমার উভয় হাত মাটিতে মারলেনা কেন? তারপর তা ঝেড়ে ফেলে তা দিয়ে তোমার মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কবজি মাসেহ করলেনা কেন? নাসাঈর বর্ণনায় আছে এই কথা বলতে বলতে রাসূল সা. উভয় হাত মাটিতে মারলেন এবং তাতে ফুঁ দিলেন। উমার (রা)বললেন, আম্মার! আল্লাহকে ভয় কর (উমর রা. আম্মারকে ধমক দিয়েছেন- যেন আম্মার হাদীস বর্ণনায় সতর্ক হোন)। আম্মার বললেন, আপনি চাইলে আমি এটা আর বর্ণনা করব না"।

হাকামের বর্ণনায় আছে- উমার (রা)বললেন, তোমার বর্ণনার দায়-দায়িত্ব তোমার উপরই অর্পণ করলাম। আবু দাউদের বর্ণনায় আছে, উমার (রা)বলেন, এরূপ কখনই নয়; বরং তুমি চাইলে আমি তা প্রচারের জন্য তোমাকে সুযোগ করে দেব।**[মুসলিম]**

১৫৭। শাকীক ইবনু সালামা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ দুজনে আবূ মূসা (রাঃ)-এর কাছে ছিলাম। তাঁকে আবূ মূসা (রা)বললেনঃ হে আবু আব্দুর রহমান ইবনে মাসউদ। কেউ জুনুবী হলে যদি পানি না পায় তবে কি করবে? তখন 'আবদুল্লাহ (রা)বললেনঃ পানি না পাওয়া পর্যন্ত নামাজ আদায় করবে না। আবূ মূসা (রা)বললেনঃ তাহলে 'আম্মার (রা)এর কথার উত্তরে আপনি কি বলবেন? তাঁকে যে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন তায়াম্মুম করে নেওয়া তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। 'আবদুল্লাহ ইবনু

মাস'ঊদ (রা)বললেনঃ তুমি দেখ না উমর (রা)'আম্মারের এই কথায় সন্তুষ্ট ছিলেন না? আবূ মূসা (রা)পুনরায় বললেনঃ 'আম্মারের কথা বাদ দিলেও তায়াম্মুম সম্পর্কে কোরআনের আয়াতের কী ব্যাখ্যা করবেন? 'আবদুল্লাহ (রা)এর কোন উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি তবুও বললেনঃ আমরা যদি লোকদের তার অনুমতি দিয়ে দেই তাহলে আশঙ্কা হয়, কারো কাছে পানি ঠাণ্ডা মনে হলেই তায়াম্মুম করবে। রাবী আ'মাশ (রহঃ) বলেনঃ আমি শাকীক (রহঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, আবদুল্লাহ (রা)এ কারণে কি তায়াম্মুম অপছন্দ করেছিলেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ।**[বুখারি]**

ব্যাখ্যা: *আব্দুল্লাহ রা. যদিও তায়াম্মুমের ব্যাপারে অনুমতি দিতে চাচ্ছিলেননা কিন্তু কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত ও বিশুদ্ধ বর্ণনার হাদীসের ভিত্তিতে আব্দুল্লাহ রা. এর মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ ইসলামে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করার বিধান রয়েছে।*

১৫৮। আবূ রাজা' (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 'ইমরান ইবনু হুসাইন আল-খুযা'ঈ (রা)বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে জামা'আতে নামাজ আদায় না করে পৃথক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি লোকটিকে ডেকে বললেনঃ হে অমুক! তুমি জামা'আতে নামাজ আদায় করলে না কেন? লোকটি বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার গোসলের প্রয়োজন হয়েছিল, কিন্তু পানি নেই। তিনি বললেনঃ তুমি পবিত্র মাটির মাধ্যমে তায়াম্মুম করবে। তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট।**[বুখারি]**

১৫৯। আবূ কিলাবা থেকে বর্ণিত। সাহাবিদের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম কবুল করার পর তা আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। আমি আবূ যার (রা)এর নিকট যাই। তিনি বলেন, মদ্বীনায় যাওয়ার পর আমি

সেখানে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে উট ও বকরীর পাল চরানোর নির্দেশ দেন এবং বলেন, তুমি এর দুধ পান করবে। আবূ যার (রা)বলেন, আমি পানি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতাম এবং এ সময় আমার স্ত্রীও আমার সাথে ছিল। এমতাবস্থায় আমি অপবিত্র হই এবং পবিত্রতা অর্জন করা ছাড়াই নামায আদায় করি।

অতঃপর আমি দুপুরের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হই, যখন তিনি একদল সাহাবীর সাথে মসজিদের পাশে আলাপে ব্যস্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হে আবূ যার! আমি বলি- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হাযির এবং আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেনঃ কিসে তোমাকে ধ্বংস করেছে? আমি বলি, আমি পানি হতে অনেক দূরে ছিলাম এবং আমার স্ত্রীও আমার সাথে ছিল। এমতাবস্থায় আমি অপবিত্র হই এবং পবিত্রতা অর্জন ছাড়াই নামায আদায় করি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার জন্য পানি আনার নির্দেশ দেন। সাওদা নামের দাসী আমার জন্য পানি ভর্তি একটি পাত্র আনে।

আমি উটকে আঁড়াল করে গোসল করি। অতঃপর তার নিকট আসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ হে আবূ যার! নিশ্চয়ই পাক মাটি পবিত্রতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট; যদি তুমি দশ বৎসর পর্যন্তও পানি না পাও। অতঃপর যখন তুমি পানি পাবে তখন তোমার শরীর পরিস্কার করবে।**[আবু দাউদ]**

১৬০। আব্দুর রহমান ইবনু আবযা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি আম্মার (রা)এর সূত্রে পূর্বের হাদীসের ঘটনা বর্ণনা করেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমার জন্য তায়াম্মুমই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি নিজের হাত মাটিতে মারেন, অতঃপর তাতে ফুঁ দিয়ে মুখমণ্ডল এবং দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করেন। এই বর্ণনায় রাবী সালামা (রহঃ) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় হাতের কব্জি না কনুই পর্যন্ত মাসেহ করেছিলেন তা আমার স্মরণ নাই। **[আবু দাউদ]**

ব্যাখ্যা: *উপরের তায়াম্মুম বিষয়ক হাদীসগুলোতে হাত মাসেহ করার ব্যাপারে তিনটি মতামত পাওয়া যায়। অর্থাৎ কব্জি, কনুই ও বগল পর্যন্ত মাসেহ করার কথা বলা হয়েছে। তন্মধ্যে কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার বিধানটিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও মধ্যমপন্থা।*

১৬১। আতা (রহঃ) থেকে আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা)এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দুই ব্যক্তি সফরে বের হয়। পথিমধ্যে নামাযের সময় হওয়ায় তারা পানি না পাওয়ায় তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে। অতঃপর উক্ত নামাযের সময়ের মধ্যে পানি প্রাপ্ত হওয়ায় তাদের একজন অযু করে পুনরায় নামায আদায় করে এবং অপর ব্যক্তি নামায আদায় করা হতে বিরত থাকে। অতঃপর উভয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করে। তিনি বলেনঃ তোমাদের যে ব্যক্তি নামায পুনরায় আদায় করেনি সে সুন্নাত মোতাবেক কাজ করেছে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। আর যে ব্যক্তি অযু করে পুনরায় নামায আদায় করেছে তার সম্পর্কে বলেনঃ তুমি দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হয়েছ।**[আবু দাউদ]**

পরিচ্ছেদ: এগার: প্রস্রাব-পায়খানার বিধান

১৬২। আবূ হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বেশিরভাগ কবরে আযাব পেশাব থেকে অসতর্কতার কারণেই হয়ে থাকে।**[ইবনে মাজাহ]**

১৬৩। ইবনু ‘আব্বাস (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মদিনা বা মক্কার কোন এক বাগানের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এমন দু’ব্যক্তির আওয়াজ পেলেন, যাদের কবরে আযাব হচ্ছিল। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এদের দু’জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে, অথচ কোন বড় গুনাহের জন্য এদের আযাব দেওয়া হচ্ছে না। তারপর তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, এদের একজন তার পেশাবের নাপাকি থেকে সতর্কতা অবলম্বন করত না। আর একজন চোগলখুরী করত। তারপর তিনি একটি খেজুরের ডাল আনালেন এবং তা ভেঙ্গে দু’খণ্ড করে প্রত্যেকের কবরের উপর একখণ্ড করে রাখলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ! এরূপ কেন করলেন?’ তিনি বললেনঃ হয়ত তাদের আযাব কিছুটা লাঘব করা হবে, যতদিন পর্যন্ত এ দু’টি না শুকায়।**[বুখারি]**

ব্যাখ্যা: *খেজুর গাছের ডাল ভেঙ্গে কবরে বসানোর বিষয়টি রাসূল (সা) এর মু’জিযা ছিল। অন্যকারোর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কার্যকরী নয়।*

১৬৪। আলী (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জ্বীন ও মানুষের গোপন অঙ্গের মাঝখানের পর্দা হল পায়খানায় প্রবেশকালে আল্লাহর নাম নেওয়া। (অর্থাৎ পায়খায় প্রবেশের দুয়া পাঠ করা)**[ইবনে মাজাহ]**

১৬৫। যায়েদ ইবনু আরকাম (রা)রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেনঃ। তিনি বলেছেনঃ পায়খানার স্থানে সাধারণত শয়তান উপস্থিত হয়ে থাকে। অতএব তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যাওয়ার ইচ্ছা করে তখন সে যেন বলেঃ “আমি আল্লাহর নিকট স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শয়তানের খারাবী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি”**[আবু দাউদ]**

১৬৬। আয়িশা (রা)হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়খানা হতে বের হয়ে (غُفْرَانَكَ) 'গুফরানাকা' বলতেন। অর্থাৎ ইয়া আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।**[আবু দাউদ]**

১৬৭। জাবের ইবনু আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পায়খানার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি এতদূরে গমন করতেন যে, তাকে কেউ দেখতে পেতনা।**[আবু দাউদ]**

১৬৮। ইবনু উমার (রা)হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পেশাব-পায়খানার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি জমীনের নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না।**[আবু দাউদ]**

১৬৯। আবদুল্লাহ ইবনু জাফার (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা করার সময় উঁচু টিলার আড়ালে অথবা ঘন খেজুর গাছের আড়ালে বসতে পছন্দ করতেন।**[ইবনে মাজাহ]**

১৭০। ইবনু উমার (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন পরিস্কার পানিতে পেশাব না করে।**[ইবনে মাজাহ]**

১৭১। জাবির (রা)থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থির পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।**[মুসলিম]**

১৭২। আবূ হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি এমনটি করো না যে, প্রবাহিত নয় এমন স্থির পানিতে পেশাব করবে; তারপর আবার তা থেকে গোসল করবে।**[মুসলিম]**

১৭৩। হুমায়দ ইবনু আবদুর রহমান (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি সাক্ষাত লাভ করেছি এমন এক ব্যক্তির; যিনি চার বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলেন যেরূপ আবূ হুরায়রা (রা)তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতিদিন মাথা আঁচড়াতে এবং গোসলের স্থানে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন আর নারীর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা পুরুষের এবং পুরুষের উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা নারীর গোসল করতে এবং নারী-পুরুষ একত্রে একসাথে অঞ্জলি বা কোশ দিয়ে পানি নিতেও নিষেধ করেছেন।**[নাসাঈ]**

১৭৪। আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রা)হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় পেশাব না করে। কারণ, পরবর্তীতে সে স্থানে গোসল করা হবে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) এর বর্ণনায় আছে, পরবর্তীতে সে স্থানে অযু করা হবে। আর অধিকাংশ কুমন্ত্রণা বা সন্দেহ এটা হতেই সৃষ্টি হয়ে থাকে।**[আবু দাউদ]**

১৭৫। আবদুল্লাহ্ ইবনু আরকাম (রা)হতে বর্ণিত। একদা তিনি হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং তাঁর সাথে আরো লোকজন ছিল। তিনি তাদের নামাযের জামাতে ইমামতি করতেন। এমতাবস্থায় এক দিন ফজরের নামাযের ইকামত দেয়ার পর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ সামনে আগমন কর নামাযের ইমামতির জন্য। এই বলে তিনি পায়খানায় গমনকালে বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু-আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি নামায শুরুর পূর্বে তোমাদের কারও যদি পায়খানার বেগ হয়, তবে সে যেন প্রথমে পায়খানার প্রয়োজন সম্পন্ন করে।**[আবু দাউদ]**

১৭৬। আবূ হুরায়রা (রা)হতে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছে- সে যেন মল-মূত্রের বেগ চেপে রেখে নামায আদায় না করে। অতঃপর তিনি নিম্নরূপ শব্দযোগে বর্ণনা করেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে- তার জন্য কোন সম্প্রদায়ের অনুমতি ছাড়া তাদের ইমামতি করা হালাল নয় এবং দুআর মধ্যে তাদেরকে বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দুআ করাও বৈধ নয়। যদি কেউ এরূপ করে- তবে সে তাদের সাথে বিসশ্বাসঘাতকতা করল।**[আবু দাউদ]**

১৭৭। হিলাল ইবনু ইয়াদ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমার নিকট আবূ সাঈদ (রা)বর্ণনা করেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ পেশাব-পায়খানার সময় যেন একই সঙ্গে দুই ব্যক্তি বের হয়ে এবং একই সঙ্গে সতর উম্মোচন করে পরস্পর কথাবার্তা না বলে। কেননা নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ এইরূপ নির্লজ্জ কর্মের উপর বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট।**[আবু দাউদ]**

১৭৮। আব্দুর রহমান ইবনু হাসানা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ একদা আমি এবং আমর ইবনুল-আস (রা)নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের নিকট যাচ্ছিলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঢালসহ বের হলেন, অতঃপর তিনি অন্যদের হতে পর্দার উদ্দেশ্যে ঢালটির আড়ালে পেশাব করলেন। আমরা পরস্পর বললাম, তোমরা তাঁর প্রতি লক্ষ্য কর, তিনি মহিলাদের মত পেশাব করছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এমন বক্তব্য শুনতে পেয়ে বলেনঃ তোমরা কি জাননা বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির অবস্থা কি হয়েছিল? তাদের কারো পরিধেয় বস্ত্রে পেশাব লেগে গেলে তারা সে অংশ কেটে

ফেলতো অতঃপর এই ব্যক্তি তাদের এরূপ করতে নিষেধ করায় তাকে কবরে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।**[আবু দাউদ]**

ব্যাখ্যা: *উক্ত হাদীসে মানুষ থেকে আড়াল হয়ে প্রস্রাব পায়খানা করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।*

১৭৯। হাকীমা বিনতে উমায়মাহ থেকে তাঁর মাতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি কাঠের পাত্র ছিল, তা তিনি তাঁর খাটের নিচে রাখতেন এবং রাত্রিকালে তাতে পেশাব করতেন।**[আবু দাউদ]**

১৮০। মুআয ইবনু জাবাল (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিনটি অভিসম্পাতযোগ্য কাজ থেকে দূরে থাকঃ- পানিতে থুথু ফেলা, যাতায়াতের পথে এবং ছায়াদানের স্থানে মলত্যাগ করা।**[আবু দাউদ]**

১৮১। ইবনু উমর (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আমার বোন হাফসা (রাঃ)-এর ঘরের ছাদে উঠলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্রাব বা পায়খানা করছিলেন। আমি দেখলাম, তিনি সিরিয়ার দিকে মুখ করে এবং কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে বসেছিলেন।**[মুসলিম]**

১৮২। মারওয়ান আল আসফার (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু ‘উমার (রাঃ)-কে দেখলাম, তিনি ক্বিবলার দিকে তার উটকে বসালেন। তারপর উটের দিকে বসে প্রস্রাব করতে লাগলেন। আমি বললাম, হে আবূ ‘আবদুর রহমান! এটা হতে কি নিষেধ করা হয়নি? তিনি বললেন, না, বরং উন্মুক্ত জায়গায় এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু যখন তোমার আর ক্বিবলার মধ্যে এমন কোন জিনিস আড়াল হয়,তখন এরূপ করাতে কোন দোষ নেই।**[আবূ দাউদ]**

ব্যাখ্যা: *উক্ত হাদীসের আলোকে কোন কোন ফকিহ বলেন, দেয়াল বা বেড়া দেওয়া পায়খানায় যে কোনদিকে ফিরে প্রস্রাব-পায়খানা করা বৈধ। দেয়ালবিহীন তথা খোলা ময়দানে প্রস্রাব-পায়খানা করলে কিবলামুখি হয়ে বসা বৈধ নয়। কিন্তু পরবর্তী হাদীসসমূহের আলোকে অধিকাংশ ফকিহ বলেন, কোন অবস্থাতেই কিবলামুখি হয়ে অথবা কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে প্রস্রাব-পায়খানা করা বৈধ নয়।*

১৮৩। আবূ আইউব (রা)থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমরা পায়খানায় যাও তখন কিবলার দিকে মুখ করে প্রস্রাব-পায়খানা করতে বসোনা এবং পিছন করেও বসো না বরং পূর্বদিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বস। (এই নির্দেশ মদিনাবাসিদের জন্য, কেননা তাদের কিবলা উত্তর-দক্ষিণে। আর উপমহাদেশবাসিরা উত্তর-দক্ষিণে বসবে; কারণ তাদের কিবলা পূর্বে-পশ্চিমে)**[বুখারি]**

১৮৪। আবূ আইউব (রা)বলেন, আমরা শাম (সিরিয়া) গেলাম। সেখানে আমরা দেখলাম যে, পায়খানাগুলো কিবলার দিকে মুখ করে নির্মাণ করা হয়েছে। তখন আমরা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতাম এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতাম। রাবী ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন, এ সম্পর্কে আমি সুফিয়ানকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, হ্যাঁ শুনেছি।**[মুসলিম]**

১৮৫। রাফি ইবনু ইসহাক (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ আইয়্যূব আনসারী (রা)এর মিসর অবস্থানকালে তাঁকে বলতে শুনেছেন- আল্লাহর শপথ! আমি জানি না কিভাবে মিসরের এই পায়খানা ব্যবহার করবো। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মল-মূত্র ত্যাগের উদ্দেশ্যে গমন করে, তখন সে যেন কিবলামুখী হয়ে ও কিবলাকে পেছনে রেখে না বসে।**[নাসাঈ]**

১৮৬। আবু হুরাইরা (রা)হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মলত্যাগ করার সময় কেবলামুখী হয়ে অথবা কেবলাকে পিছন করে না বসে। কেবলামুখী হয়ে না বসার কারণে তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং একটি গোনাহ মোচন করে দেওয়া হয়।**[তারগিব]**

১৮৭। ইবনু উমার (রা)থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি পথ দিয়ে যাচ্ছিল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পেশাব করছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সালাম করল। কিন্তু তিনি তার জবাব দিলেন না।**[মুসলিম]**

১৮৮। 'আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পত্নীগণ রাতের বেলায় প্রাকৃতিক প্রয়োজনে খোলা ময়দানে যেতেন। আর 'উমর (রা)নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–কে বলতেন, আপনার স্ত্রীগণকে পর্দায় রাখুন তথা এভাবে খোলা ময়দানে যেতে দিয়েন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেননি। এক রাতে ঈশার সময় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী সাওদা বিনত যাম'আ (রা)প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলেন। তাঁর দেহ ছিল লম্বা। 'উমর (রা)তাঁকে ডেকে বললেন, হে সাওদা! আমি কিন্তু আপনাকে চিনে ফেলেছি। পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার আগে তিনি এ কথা বলেছিলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা পর্দার হুকুম নাযিল করেন। (অর্থাৎ পরবর্তীতে আল্লাহ হযরত উমরের মতামতকে শরীয়তের বিধান হিসেবে নাযিল করে দিলেন এবং খোলা ময়দানে প্রস্রাব পায়খানা করা নিষেধ করলেন)**[বুখারি]**

১৮৯। হুযায়ফা (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কওমের আবর্জনা ফেলার স্থানে এলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব

করলেন। তারপর পানি চাইলেন। আমি তাঁকে পানি নিয়ে দিলাম। তারপর তিনি অযু করলেন।**[বুখারি]**

১৯০। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেউ যদি তোমাদের বলে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করতেন তবে তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস করো না। তিনি বসা ছাড়া পেশাব করতেন না।**[তিরমিজি]**

ব্যাখ্যা: *প্রস্রাব করার জায়গাটি যদি এমন হয় যেখানে বসে প্রস্রাব করলে শরীরে নাপাকি লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা বৈধ। অন্যথায় কখনো বৈধ নয়।*

পরিচ্ছেদ: বার: প্রস্রাব পায়খানা থেকে পবিত্র হওয়ার বিধান

১৯১। আনাস ইবনু মালিক (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হতেন তখন আমি ও আরেকটি ছেলে পানির পাত্র নিয়ে আসতাম। অর্থাৎ এই পানি দিয়ে তিনি প্রস্রাব পায়খানা থেকে পবিত্রতা অর্জন করতেন।**[বুখারি]**

১৯২। সালমান (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা একবার আমাকে বলল, আমরা দেখছি তোমাদের সঙ্গী রাসুল তোমাদেরকে সব কাজই শিক্ষা দেন; এমনকি পেশাব পায়খানার নিয়ম নীতিও তোমাদেরকে শিক্ষা দেন! জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন ডান হাতে ইসতিনজা তথা শৌচকাজ করতে, নিষেধ করেছেন ইসতিনজার সময় কিবলামুখী হয়ে বসতে এবং তিনি আমাদেরকে আরো নিষেধ করেছেন গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্তিনজা

তথা শৌচকাজ করতে। তিনি বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন তিনটি ঢেলার কম দিয়ে ইসতিনজা তথা শৌচকাজ না করে"।**[মুসলিম]**

১৯৩। আবূ হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন ঢেলা-কুলুপ ব্যবহার করবে, তখন বেজোড় সংখ্যার ঢেলা নিবে। আবার যখন অযু করবে তখন নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে নিবে।**[মুসলিম]**

১৯৪। আবূ হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। তখন তিনি এদিক ওদিক তাকাননি। যখন আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম তখন তিনি আমাকে বললেন, আমাকে কিছু পাথর কুড়িয়ে দাও, আমি তা দিয়ে ইসতিনজা তথা শৌচকাজ করব। কিন্তু হাড় বা গোবর আনবে না। তখন আমি আমার কাপড়ের কোচায় করে কয়েকটি পাথর এনে তাঁর পাশে রাখলাম এবং আমি তাঁর কাছ থেকে সরে গেলাম। তিনি প্রয়োজন শেষে সেগুলো ব্যবহার করলেন।**[বুখারি]**

১৯৫। 'আবদুল্লাহ (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার শৌচ কাজে যাবার সময় তিনটি পাথর কুড়িয়ে দিতে আমাকে আদেশ দিলেন। তখন আমি দু'টি পাথর পেলাম এবং তৃতীয়টির জন্য খোঁজাখুঁজি করলাম কিন্তু পেলাম না। তাই একখণ্ড শুকনো গোবর নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি পাথর দু'টি নিলেন এবং গোবর খণ্ড ফেলে দিয়ে বললেন, এটা নোংরা।**[বুখারি]**

১৯৬। রুওয়াইফি' ইবনু সাবিত (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হে রুওয়াইফি'! হয়তো তুমি আমার পরে দীর্ঘ জীবন লাভ করবে, তুমি তখন মানুষকে এ সংবাদ দিবে যে, যে ব্যক্তি নিজের

দাড়ি জট পাকাবে অথবা ধনুকের রশি গলায় কবচ হিসেবে বাঁধবে অথবা পশুর গোবর বা হাড় দিয়ে শৌচকর্ম করবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখেন না।**[আবূ দাঊদ]**

১৯৭। আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা জ্বীনদের একটি প্রতিনিধি দল নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার উম্মতকে হাড়, গোবর, কয়লা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করুন। কেননা মহান আল্লাহ এগুলোর মধ্যে আমাদের রিজিক রেখেছেন। রাবী বলেন, অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।**[আবু দাউদ]**

১৯৮। উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে একটি শিশুকে আনা হল। শিশুটি তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনালেন এবং এর ওপর ঢেলে দিলেন।**[বুখারি]**

১৯৯। উম্মু কায়স বিনত মিহসান (রা)থেকে বর্ণিত যে, তিনি তার এক ছোট ছেলেকে-যে তখনো খাবার খেতে শিখেনি- তাকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুটিকে তাঁর কোলে বসালেন। তখন সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে এর উপর ছিটিয়ে দিলেন কিন্তু তা ভাল করে ধুইলেন না।**[বুখারি]**

২০০। কাবূস (রহঃ) থেকে লুবাবা (রহঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুসায়েন ইবনু আলী (রা)রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোলে ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি তাঁর কোলে পেশাব করেন। তখন আমি তাকে বলি, আপনি অন্য একটি কাপড় পরিধান করুন এবং এই কাপড়টি আমাকে ধৌত করতে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মেয়ে শিশুর পেশাব

কাপড়ে লাগলে তা ধৌত করতে হয় এবং ছেলে শিশুর পেশাব কাপড়ে লাগলে তাতে পানি ছিটালেই চলে।**[আবু দাউদ]**

২০১। আবূ কাতাদা (রা)থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যেন পেশাব করার সময় তার পুরুষাঙ্গ ডান হাত দিয়ে না ধরে এবং পায়খানার পর ডান হাত দিয়ে যেন শৌচকাজ না করে এবং পানি পান করার সময় পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেলে।**[মুসলিম]**

২০২। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নাবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মসজিদে বসা ছিলেন। তখন এক বেদুঈন মসজিদে এসে প্রবেশ করল। নামাজ আদায় করল। পরে দুআ করে বলল হে আল্লাহ! আমাকে আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তুমি দয়া কর। আমাদের সাথে আর কাউকে দয়া করো না। নাবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে চাইলেন। বললেন, বহু প্রশস্ত এক বিষয়কে তুমি সংকীর্ণ করে ফেললে। কিছুক্ষণ পরেই লোকটি মসজিদেই পেশাব করতে শুরু করল। অন্যান্যরা তাকে বাধা দিতে দ্রুত ছুটে গেলেন। নাবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমরা এতে এক বালতি পানি ঢেলে দাও। এরপর বললেন, তোমাদেরকে সহজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠিন করার জন্য পাঠানো হয়নি।**[তিরমিজি]**

২০৩। আবূ হুরায়রা (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়খানায় গমন করতেন তখন আমি তাঁর জন্য পিতল বা চামড়ার পাত্রে পানি নিয়ে যেতাম। অতঃপর তিনি ইস্তিঞ্জা তথা শৌচকাজ শেষ করে মাটিতে হাত ঘষতেন। অতঃপর আমি অন্য একটি পাত্রে পানি আনতাম, যা দ্বারা তিনি অযু করতেন।**[আবু দাউদ]**

২০৪। মুজাছিদ (রহঃ) বানূ ছাফীফের এক ব্যক্তি হতে এবং তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেশাব করার পর তাঁর লজ্জাস্থানে পানি ছিটাতে দেখেছি (অর্থাৎ স্বাভাবিক শৌচকাজ করার পর সন্দেহ দূর করার জন্য তিনি পানি ছিটাতেন)।**[আবু দাউদ]**

২০৫। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, তিনি নারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, তোমরা তোমাদের স্বামীদের পানির সাহায্যে শৌচকাজ সম্পাদন করতে নির্দেশ দিবে, আমি নিজে তাদের সে কথা বলতে লজ্জাবোধ করি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এইরূপ করতেন।**[তিরমিজি]**

২০৬। আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো পানি ব্যবহার না করে পায়খানা থেকে বের হননি।**[ইবনে মাজাহ]**

২০৭। আবূ আইউব আল-আনসারী, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ও আনাস ইবনু মালিক(রা)থেকে বর্ণিত। সূরাহ আত-তাওবার ১০৮নং আয়াত নাযিল হলে; আয়াতটি হলো- সেখানে এমন লোকও আছে যারা পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হে আনসার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে প্রশংসা করেছেন। তোমরা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করো? তারা বলেন, আমরা নামাজের জন্য অযু করি, শারীরিক অপবিত্রতা দূরীকরণের জন্য গোসল করি এবং পানি দিয়ে শৌচকাজ করি। তিনি বলেনঃ এটাই মূল কারণ তথা পানি দিয়ে শৌচ করার জন্যই আল্লাহ তোমাদের প্রশংসা করেছেন। অতএব তোমরা এটাকে অপরিহার্যরূপে ধারণ করো।**[ইবনে মাজাহ]**

পরিচ্ছেদ: তের: সহবাস, স্বপ্নদোষ ও বীর্যপাত

২০৮। ইবনু 'আব্বাস (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ তাঁর স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বে যদি বলে,بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا (আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং যা আমাদেরকে দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ)- তারপর (এ মিলনের দ্বারা) তাদের ভাগ্যে কোন সন্তান থাকলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।**[বুখারি]**

২০৯। আনাস (রা)থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সকল স্ত্রীর কাছে ধারাবাহিকভাবে যেতেন। অতপর সবশেষে একবার গোসল করতেন।**[মুসলিম]**

২১০। আবূ রাফে (রা)হতে বর্ণিত। একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের সাথে সহবাস করেন। এক স্ত্রীর সাথে সহবাসের পর অপর স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বে তিনি গোসল করেন। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম- আপনি কেন একবার গোসল করলেন না? সবশেষে একবারে গোসল করলেই তো হত- কেন আপনি বারবার গোসল করলেন? রাসূল (সা) বলেন, এরূপ করা অধিকতর পবিত্র, উত্তম ও উৎকৃষ্ট। **[আবু দাউদ]**

ব্যাখ্যা: *উপরোক্ত দুটি হাদীস থেকে বুঝা যায়, রাসূল (সা) একই কাজ বিভিন্নভাবে করতেন। ইহার ফলে মুসলিমগণ তাদের সুবিধা অনুযায়ী যেকোন একটিকে গ্রহণ করতে পারেন। আর এটিই ইসলামের অন্যতম একটি সৌন্দর্য্য।*

২১১। যায়দ ইবনু খালিদ (রা)থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, তিনি ‘উসমান ইবনু ‘আফফান (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ যদি স্ত্রী সহবাস করে, কিন্তু মনী তথা গাঢ় বীর্য বের না হয় তবে তার হুকুম কি? উসমান (রা)বললেনঃ সে অযু করে নেবে যেমন অযু করে থাকে নামাজ এর জন্য এবং তার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে। উসমান (রা)বলেন, আমি একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। যায়দ বলেন, তারপর আমি এ সম্পর্কে ‘আলী (রাঃ), যুবায়র (রাঃ), তালহা (রা)ও উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছি। তাঁরা আমাকে এ নির্দেশই দিয়েছেন।**[বুখারি]**

ব্যাখ্যা: *উপরের হাদীসটির বিধান পরবর্তী হাদীস দ্বারা বাতিল হয়ে গেছে।*

২১২। উবাই ইবনু কাব (রা)থেকে বর্ণিত। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের কাপড়-চোপড়ের স্বল্পতা হেতু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের স্ত্রী-সহবাসে বীর্যপাত না ঘটলে গোসল করার ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করেন। অতঃপর তিনি গোসলের নির্দেশ দেন এবং পূর্বোক্ত অনুমতি বাতিল করেন।**[আবু দাউদ]**

২১৩। আবূ হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেউ স্ত্রীর চার শাখার মাঝে বসে তার সাথে মিলিত হলেই গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়; গাঢ় বীর্য বের হোক বা না হোক। যদিও ইসলামের প্রথম যুগে কেবল বীর্য বের হলেই গোসল ফরজ হত। বীর্য বের না হলে লজ্জাস্থান ধুয়ে অযু করার বিধান ছিল তখন। **[বুখারি]**

২১৪। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিলন-কালে স্বামী-স্ত্রীর খাতনা করার স্থানটুকু অতিক্রম হলেই গোসল ফরয হয়। আমার ও রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাঝে এরূপ হয়েছে। তখন আমরা গোসল করেছি।**[তিরমিজি]**

২১৫। সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) হতে বর্ণিত। আবু মূসা আশ'আরী (রা)নাবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি বলিলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবাদের মতানৈক্য আমার নিকট খুব ভারী ও কষ্টদায়ক হয়েছে এবং তা এমন একটি বিষয়ে যা আপনার কাছে উল্লেখ করা আমি মহাব্যাপার মনে করি। আয়েশা সিদ্দিকা (রা)বললেনঃ কি বিষয় উহা? তুমি যে বিষয় তোমার মাতার নিকট প্রশ্ন করতে পার, সেই বিষয়ে আমার নিকটও প্রশ্ন করতে পার। তারপর আবু মূসা (রা)বলিলেনঃ কোন লোক তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর সে ক্লান্ত হইয়াছে এবং বীর্য নির্গত হয় নাই। সে কী করবে? তিনি বললেন, পুরুষের লজ্জাস্থান স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থান অতিক্রম করলে গোসল ওয়াজিব হবে। আবু মূসা (রা)বলিলেনঃ আপনাকে জিজ্ঞাসা করার পর আমি এই বিষয় অন্য কাহারও নিকট আর কখনও জিজ্ঞাসা করব না।**[মুয়াত্তা মালিক]**

২১৬। মাহমুদ ইবন লবীদ আনসারী (রা)যায়দ ইবন সাবিত আনসারী (রাঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করলেন, সেই লোক সম্পর্কে যে লোক নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে, তারপর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কিন্তু বীর্য বাহির হয় নাই। তিনি বললেনঃ উক্ত সহবাসকারী ব্যক্তির উপর গোসল আবশ্যক হবে। মাহমুদ (রা)বলিলেনঃ উবাই ইবন কা'ব (রা)তো এই অবস্থায় গোসল জরুরী মনে করতেন না। যায়দ (রা)বললেন,মৃত্যুর পূর্বে উবাই ইবন কা'ব (রা)এই মত প্রত্যাহার করেছিলেন।**[মুয়াত্তা মালিক]**

২১৭। মুআবিয়াহ ইবনু আবূ সুফইয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার বোন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাপড় পরিধান করে সহবাস করতেন তা পরিধান করেই কি তিনি নামাজও আদায় করতেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, যদি তাতে নাপাকী না লাগতো।**[ইবনে মাজাহ]**

২১৮। 'আলী (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার অধিক মযী বের হতো। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা আমার স্ত্রী হওয়ার কারণে আমি মিকদাদ (রা)কে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠালাম। তিনি প্রশ্ন করলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ অযু কর এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেল অর্থাৎ মযির জন্য গোসল আবশ্যক নয়।**[বুখারি]**

ব্যাখ্যা: *পুরুষাঙ্গ থেকে বের হওয়া পিচ্ছিল ও পাতলা তরল পদার্থকে মযি বলে।*

২১৯। সাহল ইবনু হুনাইফ (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার অত্যধিক মযী নির্গত হত। তাই আমি অধিক গোসল করতাম। অতঃপর আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, মযী বের হওয়ার পর অযু করাই যথেষ্ট। তখন আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাপড়ে মযী লাগলে কি করব? তিনি বলেনঃ কাপড়ের যে যে স্থানে মযীর নিদর্শন দেখবে, এক কোশ/আজলা পানি নিয়ে উক্ত স্থান হালকাভাবে ধুয়ে নিবে, তিরমিজির বর্ণনায় আছে, যে স্থানে মযি দেখা যাবে সেখানে পানি ছিটিয়ে দিবে; (যাতে তা দূরীভূত হয়।)**[আবু দাউদ]**

২২০। আব্দুর রহমান ইবনুজ-জুবায়ের থেকে আমর ইবনুল আস (রা)এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাতু সানাসিলের যুদ্ধের সময় একদা শীতের রাতে আমার

সপ্নদোষ হয়। আমার আশংকা হল যে, যদি এই সময় আমি গোসল করি তবে ক্ষতিগ্রস্ত হব। আমি তায়াম্মুম করে আমার সাথীদের সাথে ফজরের নামায আদায় করি। [আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে- আমর ইবনুল আস (রা)স্বপ্নদোষ হওয়ার পর প্রথমতঃ তাঁর রানের দুই পার্শ্ব ধুয়ে ফেলেন। অতঃপর তিনি নামাযের জন্য অযু করে নামায আদায় করেন]। প্রত্যাবর্তনের পর আমার সংগী সাথীরা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হে আমর! তুমি নাপাক অবস্থায় তোমার সাথীদের সঙ্গে নামায আদায় করলে? আমি রাসূল (সা)কে আমার গোসল করার অক্ষমতার কথা জানালাম এবং বললাম, আমি আল্লাহ তা'আলাকে বলতে শুনেছিঃ তোমরা নিজেদের হত্যা কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। (সূরা নিসা ২৯)। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু না বলে মুচকি হাসি দেন।**[আবু দাউদ]**

২২১। আতা (রহঃ) থেকে জাবের (রা)এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে যাওয়ার সময় আমাদের এক ব্যক্তির মাথা পাথরের আঘাতে জখম হয় এবং এই অবস্থায় তার স্বপ্নদোষ হলে সে তার সাথীদের জিজ্ঞাসা করে, এ অবস্থায় আমি কি তায়াম্মুম করতে পারি? তারা বলেন, যেহেতু তুমি পানি ব্যবহারে সক্ষম তাই তোমাকে তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া যায় না। অতঃপর সে ব্যক্তি গোসল করার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সফর হতে ফিরার পর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই সংবাদ দেয়া হলে তিনি বলেনঃ তার সাথীরা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদের ধবংস করুন (তিনি রাগান্বিতভাবে এরূপ উক্তি করেন)। যেহেতু তারা মাসআলাটি সম্পর্কে অজ্ঞ সেহেতু তারা জিজ্ঞাসা করল না কেন? কেননা অজ্ঞতার ঔষধ হল জিজ্ঞাসা করা। সে ব্যক্তি তায়াম্মুম করলেই

যথেষ্ট হত। অথবা তার আহত স্থানে ব্যান্ডেজ করে তার উপর মাসেহ করলেই চলত এবং শরীরের অন্যান্য স্থান ধুয়ে ফেললেইতো হত।**[আবু দাউদ]**

২২২। হাম্মাম ইবনু হারিছ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর কাছে একজন মেহমান এলেন। তিনি তাঁকে একটি হলুদ রঙ্গের চাঁদরে বিশ্রাম করতে দিলেন। উক্ত মেহমান তা গায়ে জড়িয়ে ঘুমালেন। তার স্বপ্নদোষ হল। লোকটি বীর্যের দাগসহ চাঁদরটি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর কাছে ফেরত পাঠাতে খুব লজ্জাবোধ করে। তাই মেহমান এটি পানিতে চুবিয়ে ধুয়ে তা ফেরত পাঠালেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তা দেখে বললেনঃ আমার চাঁদরটি ভিজিয়ে নষ্ট করলে কেন? আঙ্গুল দিয়ে ঘষে ফেলে দিলেই তো যথেষ্ট হত। অনেক দিনইতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাপড় থেকে আমি আঙ্গুল দিয়ে বীর্য ঘষে সাফ করে দিয়েছি।**[তিরমিজি]**

২২৩। আলকামা (রহঃ) ও আসওয়াদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। একবার এক ব্যক্তি আয়িশা (রা)এর মেহমান হল। অতঃপর সকালে সে তার কাপড় ধুতে লাগল। তখন আয়িশা (রা)বললেন, তুমি যদি কাপড়ে বীর্য দেখতে পাও তবে তোমার জন্য শুধু সে জায়গাটা ধুয়ে ফেলাই যথেষ্ট হবে। আর যদি তা না দেখ তবে তার আশে পাশে পানি ছিটিয়ে দিবে। আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাপড় থেকে তা নখ দিয়ে ভাল করে আঁচড়ে ফেলতাম। অতঃপর তিনি তা পরিধান করে নামাজ আদায় করতেন।**[মুসলিম]**

ব্যাখ্যা: *যদিও উপরের দুটি হাদীসে আয়েশা (রা) বলেছেন যে, বীর্য শুধু ঘষে ফেলে দিলেই পাক হয়ে যাবে কিন্তু সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত হলো ঘষে ফেলার পর নাপাক স্থানটি পানি দিয়ে ধৌত করা; যা পরবর্তী পরিচ্ছেদের বেশ কয়েকটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।*

২২৪। আয়িশা (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সে স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ করতে পারছে না-অথচ তার কাপড় বীর্যপাতের কারণে ভেজা মনে হয়। জবাবে তিনি বলেন, তাকে গোসল করতে হবে। অতঃপর তাকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু তার কাপড়ে বীর্যর কোন চিহ্ন দেখতে পায় না। জবাবে তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তির গোসল করার প্রয়োজন নাই। অতঃপর উম্মে সুলাইম (রা)জিজ্ঞাসা করেন, মহিলাদের যদি স্বপ্নদোষ হয় তবে তাদের গোসল করতে হবে কি? জবাবে তিনি বলেন হ্যাঁ, গোসল করতে হবে। কেননা মহিলারাও পুরুষদের অর্ধাংগিনী।**[আবু দাউদ]**

২২৫। আনাস ইবনু মালিক (রা)থেকে বর্ণিত। উম্মু সুলায়ম (রা)বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সেই মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে ঘুমে পুরুষ যা দেখে তাই দেখতে পায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মেয়ে লোক যখন ঐরূপ দেখবে তখন সে গোসল করবে। উম্মু সালামা (রা)বলেন, এ কথায় আমি লজ্জাবোধ করলাম। তিনি বললেন, এ রকমও কি হয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তা না হলে সন্তানরা তার আকৃতিতে কোত্থেকে হয়? পুরুষের বীর্য গাড় ও সাদা আর মেয়েলোকের বীর্য পাতলা ও হলুদ। উভয়ের মধ্য থেকে যার বীর্য ওপরে উঠে যায় অথবা আগে চলে যায় সন্তান তার আকৃতিতেই হয়।**[মুসলিম]**

পরিচ্ছেদ: চৌদ্দ: কাপড়ের অপবিত্রতা দূর করার বিধান

২২৬। আদী ইবনু দ্বীনার (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি শুনেছি, উম্মু কায়স বিনতু মিহসান (রা)রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা

করলেন, ঋতুর রক্ত কাপড়ে লাগলে কি করব? তিনি বললেনঃ নখ দ্বারা ঘষে নেবে। তারপর পানি ও কূল পাতা দ্বারা ধুয়ে ফেলবে।**[নাসাঈ]**

২২৭। নাফি' (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)পরিধানের কাপড়ে ঘর্মাক্ত হইতেন অথচ তখন তিনি তিনি সহবাস করার কারণে অপবিত্র। অতঃপর সেই কাপড়েই গোসলের পর তিনি নামায পড়িতেন।**[মুয়াত্তা মালিক]**

২২৮। 'আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাপড় থেকে জানাবাত তথা অপবিত্রতার চিহ্ন ধুয়ে দিতাম এবং কাপড়ে ভিজা চিহ্ন নিয়ে তিনি নামাজে বের হতেন।**[বুখারি]**

২২৯। আসমা বিনতে আবূ বাকর (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি যে, হায়েজ হতে পবিত্র হওয়ার পর হায়েজ অবস্থায় পরিহিত বস্ত্র পরিধাণ করে নামায আদায় করতে পারবে কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কাপড়ে রক্তের চিহ্ন পরিলক্ষিত হলে তাতে সামান্য পানি দিয়ে ঘর্ষণ করে রক্তের দাগ মুছে ফেলতে হবে। অতঃপর তা পরিধান করে নামায আদায় করবে।**[আবু দাউদ]**

২৩০। আবূ হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিত। খাওলা বিনতে ইয়াসার (রা)মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি মাত্র কাপড় আছে এবং তা পরিহিত অবস্থায় আমি হায়েজগ্রস্ত হই। তখন আমি কী করব? তিনি বলেনঃ তুমি পবিত্র হলে কাপড়টি ধুয়ে নাও, অতঃপর তা পরিধান করে নামায পড়। তিনি বলেন, যদি রক্তের দাগ দূর না হয়? তিনি বলেনঃ রক্ত ধৌত করাই তোমার জন্য যথেষ্ট, এর চিহ্ন তোমার কোন ক্ষতি করবে না।**[আবু দাউদ]**

২৩১। আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই চাঁদরে রাত্রিযাপন করতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতী। যদি আমার কোন কিছু তাঁর শরীরে লাগত, তখন তিনি ঐ স্থানই ধুয়ে নিতেন এবং এর বেশি ধুইতেন না। আর এ অবস্থাতেই তিনি নামাজ আদায় করতেন, আবার তিনি বিছানায় ফিরে আসতেন। যদি আমার কোন কিছু তার শরীরে লাগত, তবে তিনি শরীরের ঐ অংশটুকুই ধুতেন এর বেশি ধুতেন না। আর এ অবস্থাতেই তিনি নামায পড়তেন।**[নাসাঈ]**

পরিচ্ছেদ: পনের: পানি ও পানিজাতীয় পদার্থের পবিত্রতার বিধান

২৩২। মায়মূনা (রা)থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে 'ঘি'র মধ্যে ইঁদুর পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেনঃ ইঁদুরটি এবং তার আশপাশ থেকে ফেলে দাও এবং তারপর তোমাদের ঘি ব্যবহার কর।**[বুখারি]**

২৩৩। উবায়দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান উমার (রহঃ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল যে, পানিতে চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র প্রাণী পানি পান করার জন্য বারবার আগমন করে এবং তা ইচ্ছামত ব্যবহার করে। সে পানির হুকুম কি? তিনি বলেনঃ যখন উক্ত পানি দুই কুল্লা বা তারচেয়ে বেশি হবে, তা অপবিত্র হবে না।**[আবু দাউদ]**

ব্যাখ্যা: *দুই কুল্লা হলো বড় পুকুরের সমপরিমাণ; সাধারণত ময়লা আবর্জনা দ্বারা এই পরিমাণ পানির রং,গন্ধ ও স্বাধ পরিবর্তন হয়না।*

২৩৪। আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসুল! বী'রে

বুযা'আর পানি দিয়ে কি আমরা অযু করতে পারব? এই কূপটি তো এমন যে, এতে হায়েজে ব্যবহৃত ছেড়া কাপড়, কুকুরের গোশত এবং ময়লা ফেলা হয়ে থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন পানি তো পাক, একে কোন বস্তু অপবিত্র করতে পারে না। (অর্থাৎ দুই কুল্লার বেশি হলে পানি নাপাক হয়না)[**তিরমিজি**]

২৩৫। আবূ হুরায়রা (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা সাগরে সফর করে থাকি এবং আমাদের সাথে সামান্য মিঠা পানি রাখি। যদি আমরা তা দ্বারা অযু করি তবে আমরা পিপাসিত থাকবো; এমতাবস্থায় আমরা সাগরের লবণাক্ত পানি দ্বারা অযু করতে পারি কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ সাগরের পানি পবিত্র এবং এর মৃত প্রাণী তথা মাছ ইত্যাদিও খাওয়া হালাল।**[আবু দাউদ]**

২৩৬। ইবনু জুরায়েজ হতে আতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আতা দুধ ও নাবীয দ্বারা অযু করাকে অপছন্দনীয় মনে করতেন। তিনি আরো বলেন, এর চেয়ে তায়াম্মুম করা আমার নিকট অধিক উত্তম।**[আবু দাউদ]**

ব্যাখ্যা: *নাবীয হলো খেজুর বা কিশমিশ থেকে তৈরি একপ্রকার পানীয়। এই পানীয় দ্বারা অযু-গোসল করা বৈধ নয়।*

২৩৭। আবূ খালদাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল আলিয়াকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যিনি অপবিত্র এবং যার নিকট পানি নেই;কিন্তু নাবীয আছে এমতাবস্থায় তিনি কি নাবীয দ্বারা গোসল করতে পারেন? জবাবে তিনি বলেন, না। (বরং এই অবস্থায় তাকে তায়াম্মুম করতে হবে)**[আবু দাউদ]**

পরিচ্ছেদ: ষোল: নাপাক ও অযুবিহীন অবস্থায় নামাজ ব্যতীত অন্যান্য কাজের বিধান

২৩৮। ‘আবদুল্লাহ ইবনু আবূ বাকর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ‘আমর ইবনু হাযম (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আমর ইবনু হাযম-এর কাছে যে চিঠি লিখেছেন তাতে এ কথাও লেখা ছিল যে, পবিত্র লোক ছাড়া যেন কোন ব্যক্তি কুরআন স্পর্শ না করে।**[মালিক ও দারুকুত্বনী]**

ব্যাখ্যা: *অপবিত্র ও অযুবিহীন অবস্থায় কোরআন স্পর্শ করা নিষেধ।*

২৩৯। মুহাজির ইবনু কুনফুয (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন প্রস্রাব করছিলেন। তিনি তাঁকে সালাম দিলেন। কিন্তু রাসূল প্রস্রাবের পর যে পর্যন্ত না অযু করলেন তার সালামের কোন উত্তর দিলেন না। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওজর পেশ করে বললেন, অযু না করে আমি আল্লাহর নাম নেয়া পছন্দ করিনি এ কারণেই তোমার সালামের উত্তর দেইনি।**[আবূ দাঊদ]**

২৪০। আবূ হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তাঁর সঙ্গে মদিনার কোন এক পথে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখা হল। আবূ হুরায়রা (রা)তখন জানাবাত তথা অপবিত্র অবস্থায় ছিলেন। তিনি বলেন, আমি নিজেকে নাপাক মনে করে সরে পড়লাম। পরে আবূ হুরায়রা (রা)গোসল করে এলেন। পুনরায় সাক্ষাৎ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ আবূ হুরায়রা! কোথায় ছিলে? আবূ হুরায়রা (রা)বললেন, আমি জানাবাত তথা

নাপাকি অবস্থায় আপনার সঙ্গে বসা উচিত মনে করিনি। তিনি বললেনঃ সুবাহানাল্লাহ! মু'মিন নাপাক হয় না। (অর্থাৎ রাসূল (সা) নাপাকি অবস্থায় স্বাভাবিক কাজকর্ম তথা ঘুম, খাওয়া, কথাবলা, গল্প করা, ইত্যাদি করতে নিষেধ করতেন না)**[বুখারি]**

২৪১। ইবনু আব্বাস (রা)থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শৌচাগার থেকে বের হলেন। ইতিমধ্যে খানা হাজির করা হল। লোকজন তাকে অযুর কথা স্মরন করিয়ে দিল। তিনি বললেন, আমি কি নামাজ আদায়ের ইচ্ছা করছি যে অযু করব?**[মুসলিম]**

২৪২। আয়িশা (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও অপবিত্র হওয়ার পর পানি স্পর্শ না করেই ঘুমিয়ে যেতেন।**[আবু দাউদ]**

২৪৩। সুলায়মান ইবনু ইয়াসির (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি উম্মে সালমার নিকট গেলাম। তিনি আমার নিকট বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহবাস জনিত কারণে জানাবাত তথা অপবিত্র অবস্থায় ভোর করতেন এবং রোজাও পালন করতেন।**[নাসাঈ]**

২৪৪। ইবনু আব্বাস (রা)হতে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে উঠলেন, অতঃপর পায়খানায় গেলেন, তারপর প্রয়োজন পূরণ করে মুখমণ্ডল ও দুহাত ধৌত করে ঘুমালেন।**[ইবনে মাজাহ]**

২৪৫। ইবনু উমর (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন, তিনি রাতে অপবিত্র হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন,

তুমি তখন অযু করবে এবং তোমার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে তারপর ঘুমাবে।**[মুসলিম]**

২৪৬। আব্দুর রহমান ইবনু হুরমুয (রহঃ) উমায়েরকে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেন, আমি এবং মায়মূনা (রা)এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াসারসহ আলী ইবনুল জুহায়েম-এর বাড়িতে যাই। তখন আবু জুহায়েম (রা)বলেন, একদা নাবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় অবস্থিত জামাল নামীয় কূপের দিক হতে আগমন করেন। তখন তাঁর সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাত হওয়ায় সে তাকে সালাম দেয়। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব না দিয়ে একটি দেয়ালের নিকট যান এবং স্বীয় হস্তদ্বয় ও মুখমণ্ডল মাসেহ করেন। অতঃপর তিনি ঐ ব্যক্তির সালামের জবাব দেন। (অর্থাৎ অপবিত্র অবস্থায় সালামের জবাব দান হতে বিরত রয়েছেন এবং তায়াম্মুমের পর পবিত্র হয়ে সালামের জবাব দিয়েছেন)।**[আবু দাউদ]**

২৪৭। আল-মুহাজির ইবনু কুনফুয (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলাম। তিনি অযু করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি তাঁর অযু শেষে বলেনঃ আমি এজন্য তোমার সালামের উত্তর দেইনি যে, তখন আমি অযু বিহীন ছিলাম।**[ইবনে মাজাহ]**

২৪৮। আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নাপাক থাকতেন তখন কিছু খাওয়া অথবা ঘুমাবার ইচ্ছা করলে অযু করে নিতেন।**[মুসলিম]**

ব্যাখ্যা: *যদিও ইতিপূর্বে অনেক হাদীসে অযুবিহীন বা নাপাকি অবস্থায় স্বাভাবিক কাজকর্ম করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু মুসলিমগণ সবসময় পবিত্র ও অযু অবস্থায় তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন করবেন এটাই সর্বাধিক পছন্দনীয়।*

২৪৯। আবদুল্লাহ ইবনু আবূ কায়স (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি সে সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করলেন। তারপর আমি বললাম, তিনি নাপাকের সময় কি করতেন, তিনি কি ঘুমাবার আগে গোসল করতেন, না গোসল করার আগে ঘুমাতেন? তিনি (আয়িশা (রা)বললেন, সবই করতেন। কখনো গোসল করে ঘুমাতেন আর কখনো অযু করে নিতেন পরে ঘুমাতেন। আমি বললাম, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি সব কাজেরই সুযোগ রেখেছেন।**[মুসলিম]**

পরিচ্ছেদ: সতের: পশুর চামড়া ব্যবহারের বিধান

২৫০। মিক্বদাম ইবনু মা'দীকারীব (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করতে ও এর উপর আরোহণ করতে নিষেধ করেছেন।**[আবূ দাঊদ]**

২৫১। আবুল মালীহ (রহঃ) হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র জন্তুর চামড়ার মূল্য অপছন্দ করতেন।**[তিরমিযী]**

২৫২। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উকায়ম (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে এ মর্মে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্র এসেছেঃ তোমরা মৃত (হিংস্র) জীবজন্তুর চামড়া ও রগ দ্বারা ফায়দা উঠাবে না।**[তিরমিযী]**

২৫৩। ইবনু আব্বাস (রা)থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মায়মুনা (রা)এর দাসীকে কেউ একটি বকরী সাদাকা দিল। পরে সে বকরীটি মারা যায়। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মরে পড়ে থাকা বকরীটির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, তোমরা কেন এর চামড়া খুলে নিয়ে তা পাকা করে তা দিয়ে উপকৃত হওনা? সাহাবীগণ বললেন, এটা যে মৃত। তিনি বললেন, তাতে কি! এটা খাওয়া হারাম কিন্তু চামড়া ব্যবহার করা তো হারাম নয়।**[মুসলিম]**

২৫৪। আবূল খায়র (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী ইবনু ওয়ালা আস-সাবাঈ কে চামড়ার পোশাক পরিহিত দেখে তা হাত দিয়ে স্পর্শ করলাম। তিনি বললেন, হাত দিয়ে কী দেখছ? আমি এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা)কে জিজ্ঞেস করেছি যে, আমরা আল-মাগরিব তথা আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলে থাকি। আমাদের সঙ্গে বার্বার ও অগ্নিপূজক সম্প্রদায় বাস করে। তারা বকরী যবেহ করে আমাদের কাছে নিয়ে আসে। আমরা তাদের যবেহকৃত জন্তু খাই না। তারা আমাদের কাছে মশক নিয়ে আসে যাতে চর্বি জাতীয় পদার্থ থাকে তখন আমরা কি করব? । ইবনু আব্বাস (রা)বলেছেন যে, আমরা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন যে, চামড়াকে দাবাগত তথা পাকা করলেই তা পবিত্র হয়ে যাবে।**[মুসলিম]**

পরিচ্ছেদ: আঠার: কুকুর বিড়াল ও অন্যান্য প্রাণীর বিধান

২৫৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী আবূ তাল্‌হা (রাঃ) আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

যে ঘরে কুকুর কিংবা ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করেন না। ইবনু 'আব্বাসের মতে ছবি এর অর্থ হচ্ছে প্রাণীর ছবি। (বুখারি: ৩৭১২)

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ ـ رضى الله عنه ـ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ ". يُرِيدُ التَّمَاثِيلَ الَّتِي فِيهَا الأَرْوَاحُ.

২৫৫। আবূ হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুর মুখ দেয়, তখন সে যেন তা ঢেলে দেয়, তারপর পাত্রটি সাতবার ধুয়ে ফেলে।**[মুসলিম]**

২৫৬। আবূ হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুর মুখ লাগিয়ে পান করবে তখন সে পাত্র পবিত্র করার পদ্ধতি হল সাতবার তা ধুয়ে ফেলা। প্রথম বার মাটি দিয়ে ঘষা।**[মুসলিম]**

২৫৭। ইবনুল মুগাফফাল (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে বললেন, তাদের কী হয়েছে যে, তারা কুকুরের পিছনে পড়লো? তারপর শিকারী কুকুর এবং বকরীর পাহারা দেয়ার কুকুর রাখার অনুমতি দেন এবং বলেন, কুকুর যখন পাত্রে মুখ লাগিয়ে পান করবে তখন তা সাতবার ধুয়ে ফেলবে এবং অষ্টমবার মাটি দিয়ে ঘষে ফেলবে।**[মুসলিম]**

২৫৮। কাবশা বিনতে কাব ইবনু মালিক হতে বর্ণিত। তিনি আবূ কাতাদা (রা)এর পুত্রবধূ ছিলেন। একদা আবূ কাতাদা ঘরে আগমন করলে কাবশা তাকে অযুর পানি দিল। এমতাবস্থায় একটি বিড়াল এসে উক্ত পানি পান করল। বিড়ালের

পানি পান করার সুবিধার্থে আবূ কাতাদা (রা)পাত্রটি কাত করে ধরলেন। বিড়ালটি তৃপ্তি সহকারে পানি পান করল। কাবশা (রা)বলেন, কাতাদা (রা) আমাকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আমার ভাতিজী! তুমি কি আশ্চর্য বোধ করছ? জবাবে আমি কাবশা বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ নিশ্চই বিড়াল অপবিত্র প্রাণী নয়। নিশ্চয়ই এরা তোমাদের আশেপাশে ঘুরাফেরাকারী ও তোমাদের আশ্রয়ে বসবাসকারী প্রাণী।**[আবু দাউদ]**

২৫৯। দাউদ ইবনু সালেহ্ ইবনু দ্বীনার আত-তাম্মার হতে তার মাতার সূত্রে বর্ণিত। একদা তাঁর মনিব তাকে আয়িশা (রা)এর নিকট "হারিসাহ [হারিসা হলো একধরণের খাবার] সহ প্রেরণ করেন। অতঃপর আমি তাঁর নিকট পৌছে দেখতে পাই যে, তিনি নামাযে আছেন। তিনি আমাকে হারিসার পাত্রটি রাখার জন্য ইশারা করলেন। সেসময় সেখানে একটি বিড়াল এসে তা হতে কিছু খেয়ে ফেললো। আয়িশা (রা)নামায শেষে বিড়ালটি যে স্থান হতে খেয়েছিল সেখান হতেই খেলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ বিড়াল অপবিত্র নয়। এরা তোমাদের আশেপাশেই ঘুরাফেরা করে। অতঃপর আয়িশা (রা)আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা অযু করতে দেখেছি।**[আবু দাউদ]**

পরিচ্ছেদ: উনিশ: নারীদের বিশেষ অবস্থা হায়েজের বিধান

২৬০। আনাস ইবনু মালেক (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীদের অবস্থা এই যে, তারা ঋতুবতী স্ত্রীদের ঋতুর সময় ঘর হতে বের করে দেয় এবং তাদের সাথে একত্রে পানাহার ও এক ঘরে বসবাস করে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আল্লাহ্ তাআলা এ

ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ "লোকেরা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তা কষ্টকর অবস্থা। অতএব তোমরা ঋতুস্রাব চলাকালে স্ত্রীসহবাস বর্জন করবে"- (সূরা বাকারাঃ ২২২)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সংগম ছাড়া ঋতু চলাকালীন একত্রে এক ঘরে বসবাস এবং সব কিছুই করতে পার। এটা শুনে ইহুদীরা বলাবলি করতে লাগল যে, এই ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ্) আমাদের প্রতিটি কাজেরই বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে। এ সময় উসায়েদ ইবনু হুদায়ের (রা)এবং আরাদ ইবনু বিশর (রা)নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহুদীরা এইরূপ সমালোচনা করছে। আমরা কি আমাদের স্ত্রীদের সাথে সংগম করতে পারি? এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায়। উপস্থিত সাহাবীগগ বলেন, আমরা ধারণা করলাম যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দুইজনের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তখন তাঁরা সেখান থেকে বের হয়ে গিয়ে এক সাহাবীর মাধ্যমে রাসূসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে কিছু দুধ হাদিয়া প্রেরণ করলেন। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে ডেকে এনে দুধ পান করালেন। উপস্থিত সাহাবীগগ বলেন, তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপর অসন্তুষ্ট নন।**[আবু দাউদ]**

২৬১। মালিক (রহঃ) বলেন, তাহার নিকট খবর পৌঁছিয়াছে যে, সালিম ইবন আবদুল্লাহ ও সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হল ঋতুমতী স্ত্রীলোক সম্পর্কে, সে গোসলের পূর্বে পবিত্রতা লক্ষ করলে তাহার স্বামী তাহার সাথে সহবাস করতে পারবে কি? তাহারা উভয়ে বলিলেনঃ গোসল না করা পর্যন্ত পারবে না।**[মুয়াত্তা মালিক]**

২৬২। মালিক (রহঃ) বলেন, তিনি জ্ঞাত হইয়াছেন যে, গর্ভবতী স্ত্রীলোক যদি কখনো হায়েজের রক্ত দেখিতে পায় তাহার সম্পর্কে নাবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)বলিয়াছেন, সে নামায পড়বে না।**[মুয়াত্তা মালিক]**

২৬৩। মু'আযা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)কে জিজ্ঞাসা করলাম, ঋতুমতীর ব্যাপারটা আসলে কি? সে কি রোজা কাযা করবে অথচ নামাজ কাযা করবে না? তিনি বললেন, তুমি কি হারুরিয়্যা? [হারুরিয়্যাগণ তাদের নারীদেরকে হায়েজ অবস্থার নামাজ কাজা করার নির্দেশ দিত] আমি বললাম, আমি হারুরিয়্যা নই, বরং আমি জানার জন্যই কেবল জিজ্ঞাসা করছি। আয়িশা (রা)বললেন , আমাদের যখন এরূপ হত তখন আমাদেরকে কেবল রোজা কাযা করার নির্দেশ দেয়া হত, নামাজ কাযা করার নির্দেশ দেয়া হত না।**[মুসলিম]**

২৬৪। আবূ হুরাইরাহ (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করলো অথবা স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করলো অথবা গণকের নিকট গেলো এবং সে যা বললো তা বিশ্বাস করলো, সে অবশ্যই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর নাযিলকৃত জিনিস তথা আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করলো।**[ইবনে মাজাহ]**

২৬৫। ইবনু আব্বাস (রা)থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে নিজের হায়েজগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, সে যেন এক বা অর্ধ দ্বীনার দান করে।**[আবু দাউদ]**

২৬৬। মালিক (রহঃ)-কে ঋতুমতী স্ত্রীলোক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, যে স্ত্রীলোক হায়েজ থেকে পবিত্র হয়, কিন্তু পানি পায় না, সে তাইয়াম্মুম করবে কি? তিনি

বলিলেনঃ হ্যাঁ, অবশ্যই তাইয়াম্মুম করবে। কারণ তাহার উদাহরণ অন্যান্য অপবিত্র ব্যক্তির মত। অর্থাৎ যখন পানি না পায় তখন তাইয়াম্মুম করবে।**[মুয়াত্তা মালিক]**

২৬৭। উম্মে সালামা (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে একই চাঁদরের নিচে শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ আমার হায়েজ দেখা দিলে আমি চুপি চুপি বেরিয়ে গিয়ে হায়েজের কাপড় পরিধান করে নিলাম। তিনি বললেনঃ তোমার কি হায়েজ দেখা দিয়েছে? আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর সঙ্গে চাঁদরের ভিতর শুয়ে পড়লাম। **[বুখারি]**

২৬৮। আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাদের কেউ হায়েজ অবস্থায় থাকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে মিশামিশি করতে চাইলে তাকে হায়েজের পায়জামা পড়ার নির্দেশ দিতেন। তারপর তার সাথে মিশামিশি করতেন। আয়িশা (রা)বলেনঃ তোমাদের মধ্যে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মত কাম-প্রবৃত্তি দমন করার শক্তি রাখে কে?**[বুখারি]**

২৬৯। যায়দ ইবনে আসলাম (রহঃ) হইতে বর্ণিত, একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট প্রশ্ন করলেনঃ আমার স্ত্রী ঋতুমতী থাকিলে আমার জন্য তাহার কতটুকু হালাল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেনঃ স্ত্রীলোক তাহার পায়জামা বা কাপড় শক্ত করে বাঁধবে। অতঃপর তোমার জন্য তাহার উপরের অংশ দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ।**[মুয়াত্তা মালিক]**

২৭০। মায়মূনা (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন তাঁর ঋতুমতী স্ত্রী পায়জামা পরিহিত থাকতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ঋতুমতী স্ত্রীর শরীরের সাথে শরীর লাগাতেন; আর পায়জামাটি উরু ও হাটুদ্বয়ের অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছত।**[নাসাঈ]**

২৭১। হারাম ইবনু হাকীম থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তার চাচা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন- আমার স্ত্রী যখন ঋতুবতী হয়, তখন সে আমার জন্য কতটুকু হালাল? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি কাপড়ের উপর দিয়ে যা কিছু করতে পার এবং ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সাথে খানা-পিনার বৈধতা সম্পর্কে আলোচনা করলেন।**[আবু দাউদ]**

২৭২। উবায়দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। আয়িশা (রা)বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে নামায আদায় করছিলেন। তখন আমি হায়েজগ্রস্ত অবস্থায় তার পাশেই ছিলাম। তখন আমার চাঁদরের একাংশ আমার গায়ে এবং বাকী অংশ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গায়ে ছিল।**[আবু দাউদ]**

২৭৩। আবদুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আমার খালা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পত্নী মায়মূনা (রা)থেকে শুনেছি যে, তিনি হায়েজ অবস্থায় নামাজ আদায় করতেন না; তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সিজদার জায়গায় সোজাসোজি শুয়ে থাকতেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাটাইয়ে নামাজ আদায় করতেন। সিজদা করার সময় তাঁর কাপড়ের অংশ মায়মূনার গায়ে লাগতো।**[বুখারি]**

২৭৪। সুরাইয়া (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি আয়িশা (রা)কে প্রশ্ন করেন, স্ত্রী কি তার স্বামীর সাথে হায়েজ অবস্থায় খাবার গ্রহণ করতে পারে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকতেন আর আমি তার সঙ্গে একত্রে খাবার গ্রহণ করতাম, অথচ তখন আমি ঋতুমতী। তিনি একখানা গোশত যুক্ত হাড় নিতেন আর তা খাওয়ার ব্যাপারে আমাকে বাধ্য করতেন। আমি তা থেকে গোশত কামড়ে নিতাম, পরে তা রেখে দিতাম। পরে তিনি তা হাতে নিয়ে

নিজেও কামড়ে খেতেন আর আমি হাড়ের যেখানে আমার মুখ রাখতাম তিনি সেখানেই তার মুখ রাখতেন। আর তিনি পানীয় আনতে বলতেন এবং তিনি তা হতে নিজে পান করার পূর্বে আমাকে পান করার জন্য বাধ্য করতেন। তখন আমি ঐ পাত্র নিয়ে তা থেকে পান করতাম, তারপর তা রেখে দিতাম। তিনি তা হাতে নিতেন এবং তা হতে পান করতেন। তিনি তার মুখ পেয়ালার ঐ স্থানেই রাখতেন যেখানে আমি আমার মুখ রাখতাম।**[নাসাঈ]**

২৭৫। উরওয়া (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তাঁকে উরওয়াকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ঋতুবতী স্ত্রী কি স্বামীর খিদমত করতে পারে? অথবা গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় কি স্ত্রী স্বামীর নিকটবর্তী হতে পারে? উরওয়া জওয়াব দিলেন, এ সবই আমার কাছে সহজ। এ ধরনের সকল মহিলাই স্বামীর খিদমত করতে পারে। এ ব্যাপারে কোন অসুবিধা থাকার কথা নয়। আমাকে আয়িশা (রা)বলেছেন যে, তিনি হায়েজের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চুল আঁচড়ে দিতেন। মুসলিমের বর্ণনায় আছে- তিনি রাসূলের মাথা ধুয়ে দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে আয়েশার হুজরার দিকে তাঁর কাছে মাথাটা বাড়িয়ে দিতেন। তখন তিনি মাথার চুল আঁচড়াতেন অথচ তিনি ছিলেন ঋতুবতী।**[বুখারি]**

২৭৬। মানবুয (রহঃ) এর মা থেকে বর্ণিত। মায়মুনা (রা)বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মাথা আমাদের কারো কোলে রেখে কোরআন তিলাওয়াত করতেন অথচ যার কোলে মাথা রাখতেন তিনি তখন ঋতুমতী। আর আমাদের কেউ ঋতুবতী অবস্থায় মসজিদে চাটাই বিছিয়ে দিতেন।**[নাসাঈ]**

ব্যাখ্যা: *হায়েজ অবস্থায় মসজিদে গমন নিষেধ। উক্ত হাদীসে মসজিদে চাটাই বিছিয়ে বিছিয়ে দেওয়ার ঘটনাটি ছিল বাহির থেকে। যেমন পরবর্তী হাদীস দ্বারাও এই বিষয়টি বুঝা যায়।*

২৭৭। আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে বললেন, মসজিদ থেকে আমার জায়নামাযটি (হাত বাড়িয়ে) নিয়ে এস। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি তো ঋতুমতী। তিনি বলেন, তোমার হায়িয তো তোমার হাতে নয়।**[মুসলিম]**

২৭৮। আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যেই (মদিনা থেকে) বের হলাম। 'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছার পর আমার হায়েজ আসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আমাকে কাঁদতে দেখলেন; এবং বললেনঃ কি হল তোমার? তোমার হায়েজ এসেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ এ তো আল্লাহ তা'আলাই আদম-কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং তুমি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের বাকী সব কাজ করে যাও। 'আয়িশা (রা)বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী করলেন।**[বুখারি]**

২৭৯। মুহাম্মদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমরা জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিদায় হাজ্জ সম্মন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বর্ণনা করলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলকা'দা মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে বের হলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে বের হলাম। এরপর তিনি যুল-হুলায়ফায় আগমন করলে আসমা বিনত উমায়স (রা)মুহাম্মদ ইবনু আবূ বকরকে প্রসব করলেন। পরে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন আমি কি করব?

তিনি বলেনঃ তুমি গোসল করবে এবং ন্যাকড়া পরিধান করবে, তারপরে ইহরাম বাঁধবে।**[নাসাঈ]**

২৮০। ফাতিমা বিনত আবূ হুবায়শ (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি ইস্তিহাযাগ্রস্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ হায়েজের রক্ত হয় কালো বর্ণের যা চেনা যায়। এ সময় তুমি নামাজ হতে বিরত থাকবে। আর যদি হায়েজের রক্ত না হয়, তবে উযু করে নেবে। কেননা তা হচ্ছে শিরা থেকে নির্গত রক্ত বিশেষ। মুহাম্মাদ ইবনু মুসান্না বলেন, এ হাদিসটি ইবনু আদি আমাদের নিকট তার কিতাব হতে বর্ণনা করেছেন।**[নাসাঈ]**

২৮১। উম্মে ‘আতিয়্যা (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা মেটে ও হলুদ রং হায়েজের মধ্যে গণ্য করতাম না।**[বুখারি]**

২৮২। আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে তার কোন একজন স্ত্রী ই’তিকাফ করেছিলেন। তিনি রক্ত ও হলদে পানি বের হতে দেখতেন আর তাঁর নিচে একটা পাত্র বসিয়ে রাখতেন এবং সে অবস্থায় নামাজ আদায় করতেন।**[বুখারি]**

ব্যাখ্যা: *যেহেতু হলুদ ও মেটে রক্ত হায়েজের রক্ত নয় বরং ইস্তেহাজা তথা বিশেষ রোগের ফলে প্রবাহিত রক্ত। তাই এই অবস্থায় নামাজ নিষিদ্ধ নয়।*

২৮৩। উম্মু সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে নিফাস বিশিষ্ট মহিলাগণ চল্লিশ দিন নামাজ ও রোজা থেকে বিরত থাকতেন। চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে কালো হয়ে যেত বলে আমরা তখন চেহারায় হলুদ বর্ণের ওয়ারস পাতার প্রলেপ ব্যবহার করতাম।**[তিরমিজি]**

ব্যাখ্যা: সন্তান প্রসবের পর নারীদের লজ্জাস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার অবস্থাকে নিফাস বলা হয়।

২৮৪। আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কারো কাপড়ে হায়েজের রক্ত লাগলে কি করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমাদের কারো কাপড়ে হায়েজের রক্ত লাগলে সে তা ঘষে, তারপর পানিতে ধুয়ে নেবে এবং সে কাপড়ে নামাজ আদায় করবে।**[বুখারি]**

২৮৫। আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাদের কারো একটির বেশি কাপড় ছিল না। তাই আমরা হায়েজ অবস্থায়ও এই কাপড়খানাই ব্যবহার করতাম। কাপড়ের লেগে থাকা রক্ত থুথু দিয়ে ভিজিয়ে নখ দ্বারা ঘষে নিতাম।**[বুখারি]**

২৮৬। উম্মে ‘আতিয়া (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কোন মৃত ব্যক্তির জন্য আমাদের তিন দিনের বেশি শোক পালন করা থেকে নিষেধ করা হত। কিন্তু স্বামীর ক্ষেত্রে চার মাস দশ দিন শোক পালনের অনুমতি ছিল। আমরা তখন সুরমা লাগাতাম না, সুগন্ধি ব্যবহার করতাম না, ইয়েমেনের তৈরি রঙ্গিন কাপড় ছাড়া অন্য কোন রঙ্গিন কাপড় পড়তাম না। তবে হায়েজ থেকে পবিত্রতার গোসলে আজফারের খোশবু মিশ্রিত বস্ত্রখন্ড ব্যবহারের অনুমতি ছিল। আর আমাদের জানাযার পেছনে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এই বর্ণনা হিশাম ইবনু হাসসান (রহঃ) হাফসা (রা)থেকে, তিনি উম্মে ‘আতিয়্যা (রা)থেকে এবং তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।**[বুখারি]**

২৮৭। আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–কে হায়েজের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাকে গোসলের নিয়ম বলে দিলেন যে, এক টুকরা কস্তুরি লাগানো ন্যাকড়া নিয়ে পবিত্রতা হাসিল কর। মহিলা বললেনঃ কিভাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তা দিয়ে পবিত্রতা হাসিল কর। মহিলা তৃতীয়বার বললেন; কিভাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সুবানহানাল্লাহ! তা দিয়ে পবিত্রতা হাসিল কর। (বুখারির অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল লজ্জাবশত অন্যদিকে মুখ করে নিলেন) 'আয়িশা (রা)বলেনঃ তখন আমি তাকে টেনে আমার কাছে নিয়ে আসলাম এবং বললামঃ তা দিয়ে রক্তের চিহ্ন বিশেষভাবে মুছে ফেল।**[বুখারি]**

২৮৮। হাফসা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা আমাদের যুবতীদের ঈদের নামাজে বের হতে নিষেধ করতাম। এক মহিলা বনূ খালাফের মহলে এসে পৌঁছালেন এবং তিনি তাঁর বোন থেকে বর্ণনা করলেন। তাঁর ভগ্নীপতি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে বারটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেনঃ আমার বোনও তাঁর ছয়টি যুদ্ধে শরীক ছিল। সেই বোন বলেনঃ আমাদের কারো ওড়না না থাকার কারণে (ঈদগাহ বা অন্যকোন ভাল মজলিসে অংশগ্রহণ করার জন্য) বের না হলে কোন অসুবিধা আছে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাঁর সাথীর ওড়না তাকে পড়িয়ে দেবে, যাতে সে ভালো মজলিস ও মুমিনদের মজলিসে শরীক হতে পারে।

যখন উম্মে আতিয়্যা (রা)আসলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলামঃ আপনি কি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ শুনেছেন? উত্তরে তিনি বললেঃ আমার পিতা তাঁর জন্য কুরবান হোক। হ্যাঁ, তিনি এরূপ বলেছিলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা আলোচিত হলেই তিনি বলতেন "আমার পিতা

তাঁর জন্য কুরবান হোক"। আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে। যুবতী, পর্দানশীল ঋতুবতী মহিলারা বের হবে এবং ভাল স্থানে ও মু'মিনদের দু'আয় অংশগ্রহন করবে। অবশ্য ঋতুবতী মহিলা ঈদগাহ থেকে দূরে থাকবে। হাফসা (রহঃ) বলেনঃ আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ ঋতুবতীও কি বের হবে? তিনি বলেনঃ সে কি আরাফাতের ময়দানে ও অমুক অমুক স্থানে উপস্থিত হবে না?**[বুখারি]**

ব্যাখ্যা: *হায়েয অবস্থায় নামাজ,রোজা, কোরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি নিষিদ্ধ হলেও ওয়াজ-নসিহতের মজলিসে বসে আলোচনা-ওয়াজ শুনা নিষিদ্ধ নয়।*

২৮৯। ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন হায়য বিশিষ্ট মহিলা এবং যাদের উপর গোসল ফরয তারা কুরআনের কিছুই তিলওয়াত করতে পারবে না। (তিরমিজি)

পরিচ্ছেদ: বিশ: নারীদের বিশেষ অবস্থা ইস্তেহাজার বিধান

২৯০। হামনাহ বিনতু জাহশ (রাঃ)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি গুরুতরভাবে ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ অবস্থার কথা বলতে ও এর মাসআলাহ জানতে আসলাম। আমি তাঁকে আমার বোন যায়নাব বিনতু জাহশ (রাঃ)-এর ঘরে পেলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি ইস্তিহাযার গুরুতর রোগে ভুগছি। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? এ কারণে আমি নামাজ ও রোজা ঠিকমত করতে পারছি না। উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে সেখানে পট্টি দিতে উপদেশ দিচ্ছি, তা রক্ত রোধ করবে। হামনাহ (রাঃ)বললেন, তা তো এই পট্টি দিয়ে থামবে না। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তুমি তার উপর কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধে নিবে। তিনি বলেন, তা এর চেয়েও অধিক। তিনি

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাহলে তুমি পট্টির নীচে কাপড়ের লেঙ্গট বেঁধে নিবে। তিনি বললেন, হে আল্লাহ রসূল! এটা আরো বেশি গুরুতর। আমার পানির স্রোতের ন্যায় রক্তক্ষরণ হয়। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাহলে তোমাকে আমি দু'টি নির্দেশ দিচ্ছি। এর যে কোন একটিই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি তুমি দু'টোই করতে পারো তাহলে অধিক বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তারপর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, চিন্তা করবে না, এটা শায়ত্বনের (শয়তানের) অনিষ্ট সাধনের চেষ্টার একটি অনিষ্ট সাধন ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রথম নির্দেশ- তুমি তোমার এ সময়ের ছয়দিন অথবা সাতদিন হায়েজ হিসেবে ধরবে। প্রকৃত বিষয়, আল্লাহর জানা আছে। অতঃপর গোসল করবে। শেষে যখন তুমি মনে করবে, তুমি পাক ও পবিত্র হয়ে গেছ, মাসের বাকী তেইশ রাত-দিন অথবা চব্বিশ রাত-দিন নামাজ আদায় করতে থাকবে এবং রোজাও পালন করবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর এভাবে প্রতি মাসে তুমি হিসাব করে চলবে যেভাবে অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা তাদের 'হায়েজ' ও পবিত্রতার সময়কে হিসাব করে।

দ্বিতীয় নির্দেশ- আর তুমি যদি সক্ষম হও, যুহরকে পিছিয়ে দিতে ও 'আসরকে এগিয়ে আনতে তাহলে এক গোসলে যুহর ও 'আসরকে একত্রে আদায় করবে। এভাবে মাগরিবকে পিছিয়ে নিবে ও 'ইশাকে এগিয়ে আনবে, তারপর একই গোসলের মাধ্যমে উভয় সলাতকে একসাথে আদায় করবে। আর ফজরের জন্যও গোসল করে নামাজ পূর্ণ করবে এবং রোজাও রাখবে। সারকথা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তিন গোসলে আদায় করবে। তারপর দু' ওয়াক্ত সলাতকে একত্রে আদায় করবে। তুমি যদি এ নিয়মে করতে পারো, তাহলে তা-ই করবে। হামনাহ বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আর শেষ নির্দেশটা আমার নিকট তোমার জন্য বেশি পছন্দনীয়। **[আহমাদ]**

ব্যাখ্যা: ইস্তিহাজা হলো নারীদের একটি বিশেষ রোগ। যে রোগের কারণে নারীদের লজ্জাস্থান থেকে হায়েজের মত অনবরত রক্ত প্রবাহিত হয়।

২৯১। উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক মহিলার হায়েযের নির্ধারিত সময়ের পরেও রক্ত প্রবাহিত হত। উম্মে সালামা (রা)ঐ স্ত্রীলোকের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বিধান জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, ঐ স্ত্রীলোকটির কর্তব্য হল, ইতিপূর্বে প্রতি মাসের নির্ধারিত যে কয়দিন সে ঋতুবতী থাকত- তা নির্ধারণ করা। অতঃপর সে ততদিন নামায আদায় করা থেকে বিরত থাকবে। পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণ সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সে গোসল করে লজ্জাস্থানে মজবুত ভাবে কাপড়ের পট্টি বেঁধে নামায আদায় করবে। **[আবু দাউদ]**

২৯২। আয়িশা (রা)হতে মহিলাদের গোসল সম্পর্কে বর্ণিত আছে। অর্থাৎ হায়েযের পর পবিত্রতা অর্জনের জন্য একবার গোসল করা ওয়াজিব। অতঃপর পুনঃ হায়েযকালীন সময় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ইস্তেহাজাগ্রস্থ নারীগণ প্রত্যেক নামাযের পূর্বে অযু করবে। **[আবু দাউদ]**

২৯৩। আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ফাতিমা বিনত আবূ হুবায়শ (রা)নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এত বেশি রক্তস্রাব হয় যে, আর পবিত্র হইনা। এমতাবস্থায় আমি কি নামাজ ছেড়ে দেব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ না, এ তো বিশেষ রগ থেকে নির্গত রক্ত; হায়েয নয়। তাই যখন তোমার হায়েয আসবে তখন নামাজ ছেড়ে দিও। আর যখন তা বন্ধ হবে তখন রক্ত ধুয়ে ফেলবে তথা (গোসল করে পবিত্র হবে)। তারপর নামাজ আদায় করবে। বর্ণনাকারী আরো বলেন, তারপর এভাবে আরেক হায়েয না আসা পর্যন্ত প্রত্যেক নামাজের জন্য অযু করবে।**[বুখারি]**

২৯৪। আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রা)এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা বিনতু জাহশ (রা)যিনি ছিলেন উম্মুল মুমেনীন যয়নব বিনত জাহশ (রা)এর বোন- ইস্তিহাযায় আক্রান্ত ছিলেন। আয়িশা (রা)বলেনঃ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ বিষয়ে ফতোওয়া জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেনঃ এটা হায়েজ নয়। এটা একটা শিরার রক্ত মাত্র। অতএব যখন হায়েজ বন্ধ হয়ে যায়, তখন গোসল করবে এবং নামাজ আদায় করবে। আবার যখন হায়েজ আরম্ভ হবে, তখন নামাজ ছেড়ে দিবে। আয়িশা (রা)বলেনঃ এরপর তিনি প্রত্যেক নামাজের জন্য গোসল করতেন এবং নামাজ আদায় করতেন। কোন কোন সময় তিনি তাঁর বোন যয়নবের কক্ষে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট থাকতেন, একটি বড় গামলায় গোসল করতেন। এমনকি রক্তের লাল রং পানির উপর উঠে আসত। তারপর তিনি বের হতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নামাজ শরীক হতেন। এটা তাঁকে নামাজ বাধা প্রদান করত না।**[নাসাঈ]**

২৯৫। আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা বিনতে জাহশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে মাসআলা জানতে চেয়ে বলল, আমার ইস্তিহাযা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওটা হল একটা শিরার রক্ত। তাই তুমি গোসল করে ফেলবে তারপর নামাজ আদায় করবে। এরপর সে প্রতি নামাজের সময়ই গোসল করত। রাবী লায়স ইবনু সা'দ বলেন, ইবনু শিহাব (রহঃ) একথা উল্লেখ করেননি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু হাবীবাকে প্রত্যেক নামাজের সময়ই গোসলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বরং এটা সে নিজ থেকেই করত।**[মুসলিম]**

২৯৬। আশ-শায়বানী ইকরামা হতে বর্ণনা করেন। উম্মে হাবীবা (রা)ইস্তেহাযাগ্রস্ত থাকা অবস্থায় তাঁর স্বামী তাঁর সাথে সহবাস করতেন।**[আবু দাউদ]**

পরিশিষ্ট

২৯৭। আবূ হুরায়রাহ্ (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন নিজের জুতা দিয়ে অপবিত্র জিনিস মাড়ায়, তখন মাটিই এর জন্য পবিত্রকারী **[আবূ দাঊদ]**

২৯৮। আয়েশা (রা)বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ডান হাত তাঁর পবিত্রতা ও খাবারের জন্য ছিল এবং তাঁর বাম হাত ছিল প্রস্রাব-পায়খানা ও ঘৃণিত জিনিসের জন্য।**[আবু দাউদ]**

২৯৯। আবু হুরাইরা (রা)হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা দাড়ি বাড়াও, মোছ ছোট কর, পাকা চুলে (কালো ছাড়া অন্য) খেযাব লাগাও এবং ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।**[মুসনাদে আহমদ]**

৩০০। আবূ হুরাইরা (রা)হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মোছ ছেঁটে ও দাড়ি রেখে অগ্নিপূজকদের বৈপরীত্য কর।**[মুসলিম]**

৩০১। উছায়েম তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ তুমি তোমার দেহ হতে কুফরী যুগের চিহ্ন ফেলে দাও। রাবী বলেন, অপর একজন বর্ণনাকারী আমাকে জানিয়েছেন যে, ইসলাম গ্রহণের সময় এক সাহাবিকে নাবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দেনঃ তুমি তোমার শরীর হতে কুফরী যুগের নিদর্শন ফেলে দাও এবং খাৎনা কর।**[আবু দাউদ]**

৩০২। আম্মার বিন ইয়াসির (রা)কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (রহমতের) ফিরিশতাবর্গ তিন ব্যক্তির নিকটবর্তী হন নাঃ- কাফেরের দেহ, খালূক মাখা ব্যক্তি এবং নাপাক ব্যক্তি যদি অযু না করে।**[আবু দাউদ]**

৩০৩। ইবনে আব্বাস (রা)বলেন, (রহমতের) ফিরিশতাবর্গ তিন ব্যক্তির নিকটবর্তী হন না; নাপাক ব্যক্তি, নেশাগ্রস্ত তথা মাতাল ব্যক্তি এবং খালূক মাখা ব্যক্তি।**[তারগিব]**

ব্যাখ্যা: *'খালূক' হল, জাফরান প্রভৃতি থেকে প্রস্তুত মহিলাদের ব্যবহারের একপ্রকার সুগন্ধিদ্রব্য বিশেষ। এটি ব্যবহার করলে দেহে বা পোশাকে লালচে হলুদ রং প্রকাশ পায়। তাই তা পুরুষদের জন্য ব্যবহার নিষিদ্ধ।*

৩০৪। আবূ হুরাইরাহ (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হুসাইন ইবনু আলী (রা)কে তাঁর কাঁধে বহন করতে দেখেছি এবং তার মুখের লালা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীরে গড়িয়ে পড়ছিল।**[ইবনে মাজাহ]**

৩০৫। আবূ সাঈদ খুদরি (রা)থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন পুরুষ অপর পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না এবং কোন মহিলা অপর মহিলার সতরের দিকে তাকাবে না; কোন পুরুষ অপর পুরুষের সাথে একই কাপড়ের নিচে শয়ন করবে না এবং কোন মহিলা অপর মহিলার সাথে একই কাপড়ের নিচে শয়ন করবে না।**[মুসলিম]**

৩০৬। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কাবা নির্মাণ করা হচ্ছিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আব্বাস (রা)পাথর বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আব্বাস (রা)রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন, পাথর বহনের সুবিধার্থে তোমার লুঙ্গি কাঁধের ওপর তুলে নাও। এরপর তিনি এরূপ করলেন। সাথে সাথেই তিনি (বেহুশ হয়ে) মাটিতে পড়ে গেলেন। আর উভয় চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, আমার লুঙ্গি! আমার লুঙ্গি! এরপর তার লুঙ্গি পড়িয়ে দেয়া হল। অন্য বর্ণনায় আছে সেদিনের পর থেকে রাসূল সা. কে কখনো উলঙ্গ অবস্থায় দেখা যায়নি।**[মুসলিম]**

৩০৭। মিসওয়ার ইবনু মাখরামা (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি ভারী পাথর বয়ে নিয়ে আসছিলাম। আর তখন আমার পরনে ছিল একটি পাতলা লুঙ্গি। তিনি বলেন, এরপর আমার লুঙ্গি খুলে গেল। পাথরটি তখন আমার কাছে ছিল। তাই আমি লুঙ্গি তুলে নিতে পারলাম না। এমনিভাবে আমি পাথরটি যথাস্থানে নিয়ে গেলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কাপড়ের কাছে ফিরে গিয়ে তা নিয়ে এস। আর কখনো উলঙ্গ চলো না।**[মুসলিম]**

৩০৮। আবদুল মালিক ইবনু সাববাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ যে ব্যক্তি সুরমা লাগায়, সে যেন বেজোড় সংখ্যকবার লাগায়। যে ব্যক্তি এরূপ করলো, সে উত্তম কাজ করলো এবং যে এরূপ করেনি তার কোন দোষ নেই। কারো মুখ থেকে কোন কিছু বের হলে সে যেন তা উদগীরণ করে ফেলে দেয়। **[ইবনে মাজাহ]**

৩০৯। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা)হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আবূ সাঈদ খুদরীকে বলতে শুনেছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে এবং ক্বিবলামুখী হয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।**[ইবনে মাজাহ]**

৩১০। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহ, আর এই গুনাহের কাফফারা তথা প্রতিকার হল তা পুঁতে ফেলা বা পরিষ্কার করা। **[বুখারি]**

৩১১। মূসা ইবনু ইসমাঈল হাম্মাদ থেকে ছাবিত আল-বানানীর সূত্রে, তিনি আবূ নাদরা (রা)এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাপড়ে থুথু বা শ্লেষ্মা লাগলে তিনি তার একাংশ অপর অংশের সাথে ঘর্ষণ করেন।**[আবু দাউদ]**

৩১২। ‘আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুতা পরিধান, চুল আঁচড়ানো এবং পবিত্রতা অর্জন করা তথা প্রত্যেক কাজই ডান দিক থেকে শুরু করতে ভালবাসতেন।**[বুখারি]**

৩১৩। আনাস (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ নির্মিত হবার পূর্বে বকরীর খোয়াড়ে নামাজ আদায় করেছিলেন।**[বুখারি]**

৩১৪। ইবনু আব্বাস (রা)হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুধ পানের পর পানি দিয়ে কুলি করেন, অতঃপর বলেনঃ এতে চর্বি জাতীয় পদার্থ রয়েছে। (সুতরাং দুধ পানের পর কুলি করা উচিত)**[আবু দাউদ]**

৩১৫। সাঈদ ইবনু আবূ সাঈদ তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যদি তোমাদের কারও জুতার তলায় বা মোজার তলায় নাপাক দ্রব্য লাগে তবে পরবর্তী পবিত্র মাটি তা পাক করার জন্য যথেষ্ট।**[আবু দাউদ]**

৩১৬। মূসা ইবনু আবদুল্লাহ্ ইবনু ইয়াযীদ (রহঃ) থেকে বনী আব্দুল আশহালের এক মহিলার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের মসজিদে যাতায়াতের রাস্তাটির কিছু অংশ ময়লা-আবর্জনাপূর্ণ বৃষ্টিপাতের সময় আমরা কি করব? তিনি বলেনঃ পরবর্তী রাস্তাটুকু কি পবিত্র নয়? আমি বলি, হ্যাঁ। তিনি বলেনঃ পূর্বের দুর্গন্ধযুক্ত রাস্তাটির নাপাকী পরবর্তী পবিত্র রাস্তা দূর করবে। **[আবু দাউদ]**

৩১৭। আব্দুল মালিক (রহঃ) থেকে আবদুল্লাহ ইবনু মাকিল (রহঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় করে। অতঃপর রাবী পেশাবের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। রাবী তথা বর্ণনাকারী এসম্পর্কে বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ঐ ব্যক্তি মাটির যে স্থানে পেশাব করেছে তা তুলে বাইরে নিক্ষেপ কর, অতঃপর সেখানে পানি ঢেলে দাও।**[আবু দাউদ]**

৩১৮। আয়িশা (রা)থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দশটি কাজ ফিতরাতের অন্তভুক্ত- গোঁফ খাটো করা, দাঁড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেয়া, নখ কাটা, নাক কানের ছিদ্র এবং আঙ্গুলের গিরাসমুহ ধোয়া, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নাভির নিচের পশম কাটা এবং পানি দ্বারা শৌচকাজ করা। হাদীসের রাবী মুস'আব বলেন, দশম কাজটির কথা আমি ভুলে গিয়েছি। সম্ভবত সেটি হবে কুলি করা। নাসাঈর বর্ণনায় আরেকটি আছে- খাৎনা করা। **[মুসলিম]**

৩১৯। আনাস ইবনু মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের জন্য গোঁফ ছাটা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা এবং নাভির নিচের পশম কাটার সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যে- চল্লিশ দিনের অধিক যেন না রাখি।**[মুসলিম]**

৩২০। যায়দ ইবনু আরকাম (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি গোঁফ না ছাঁটে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।**[নাসাঈ]**

৩২১। ইবনু আব্বাস (রা)থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার রাতে ঘুম থেকে উঠলেন, হাজত পূরণ করলেন, তারপর তার মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত ধুইলেন। এরপর ঘুমিয়ে গেলেন।**[মুসলিম]**